®
বাংলাদেশ স্কাউটস এর মাসিক মুখপত্র

অগ্রদূত
AGRADOOT

বর্ষ ৬৭, সংখ্যা ০৭, আষাঢ় - শ্রাবণ ১৪৩০, জুলাই ২০২৩

বাংলাদেশ স্কাউটস

মোঃ সাহাবুদ্দিন

মহামান্য রাষ্ট্রপতি

ও

চিফ স্কাউট, বাংলাদেশ স্কাউটস

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

অগ্রদূত

AGRADOOT

বর্ষ ৬৭ সংখ্যা ৭

আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪৩০

জুলাই ২০২৩

প্রধান উপদেষ্টা

ড. মো. মোজাম্মেল হক খান

সম্পাদক

মো. আবদুল হক

সম্পাদনা পরিষদ

সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার
আখতারুজ জামান খান কবির
মো. মহসিন
মো. মাহমুদুল হক
মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান রিপন
ফাহমিদা
মাহমুদুর রহমান
মাহবুবা খানম
মো. জিয়াউল হুদা হিমেল

নির্বাহী সম্পাদক

রাসেল আহমেদ

সহ-সম্পাদক

জন্মজয় কুমার দাশ
মো. আরমান হোসেন
মো. এনামুল হাসান কাওছার
জে এম কামরুজ্জামান
শেখ হাসান হায়দার শুভ

চিত্রশিল্পী

মতুরাম চৌধুরী

প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স

মো: ইব্রাহিম
ড্রিম কেয়ার

প্রিন্টিং অ্যান্ড প্রেস

সৃষ্টি প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং

বিনিময় মূল্য

বিশ টাকা

বাংলাদেশ স্কাউটস

৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড
কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ০২-২২২২২২২২-৬
পিএবিএক্স, সম্প্রসারণ-১৫৩
মোবাইল: ০১৭১২-৭৫৫০১৯ (বিকাশ নম্বর)

ই-মেইল

agradoot@scouts.gov.bd

মাসিক অগ্রদূত বাংলাদেশ স্কাউটসের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে

ক্লিক করুন

www.scouts.gov.bd
www.agradoot.com.bd

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ স্কাউটস এর গঠন ও নিয়ম অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি পদাধিকার বলে বাংলাদেশের চিফ স্কাউট। তিনি বাংলাদেশের স্কাউট আন্দোলনের প্রেরণা ও উদ্দীপনার মূল উৎস । ১৬ জুলাই, ২০২৩ তারিখ বঙ্গভবনে বাংলাদেশের ২২তম মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ সাহাবুদ্দিন বাংলাদেশ স্কাউটস এর চিফ স্কাউট হিসেবে দীক্ষা গ্রহণ করেন । অগ্রদূত পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁকে জানাই সশ্রদ্ধ আন্তরিক অভিবাদন । আমরা আশা করি তাঁর সময়োপযোগী দিক-নির্দেশনা এবং মূল্যবান উপদেশে বাংলাদেশ স্কাউটস উত্তরোত্তর সফলতার পথে এগিয়ে যাবে ।

মহামান্য রাষ্ট্রপতির স্কাউটিংয়ে দীক্ষা গ্রহণ অনুষ্ঠানটিকে স্মরণীয় করে রাখার প্রয়াসে, অনুষ্ঠানের আদ্যোপান্ত নিয়ে এবারের অগ্রদূত সংখ্যার মূল প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে । সেই সাথে এই সংখ্যায় সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড ও প্লাস্টিক টাইড টার্ণার ব্যাজ প্রদান অনুষ্ঠানের উপর বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে । পাশাপাশি নিয়মিত সকল বিভাগ তো আছেই!

চিত্তাকর্ষক প্রচ্ছদে, নানাবিধ তথ্যে সমৃদ্ধ অগ্রদূত জুলাই-২০২৩ সংখ্যাটি পাঠক নন্দিত হবে বলে আমরা আশাবাদী । আমরা সবসময় প্রতিটি সংখ্যা নির্ভুলভাবে প্রকাশ করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করি, কিন্তু এরপরও ভুল-ভ্রান্তি থাকা অস্বাভাবিক নয় । তেমন কোন 'ভুল' পাঠকের দৃষ্টিগোচর হলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল ।

সকলের জন্য শুভকামনা রইল!

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ---- ০১
সূচীপত্র ---- ০২
প্রচ্ছদ রচনা : বাংলাদেশের চিফ স্কাউট হিসেবে দীক্ষা নিলেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ০৩
বিশেষ প্রতিবেদন : সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড ও প্লাস্টিক টাইড টার্নার চ্যালেঞ্জ ব্যাজ প্রদান ০৫
বিশেষ প্রতিবেদন : স্পেশাল ইভেন্টস বিষয়ক জাতীয় ওয়ার্কশপ ---- ০৭
বিশেষ প্রতিবেদন : প্লাস্টিক টাইড টার্ণারর্স চ্যালেঞ্জ ---- ০৮
প্রতিবেদন : প্লাষ্টিক টাইড টার্ণারর্স চ্যালেঞ্জ ব্যাজ কার্যক্রমের প্রতিবেদন ---- ১০
ফিচার : বন্ধ হলো বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন পত্রিকার ছাপা সংস্করণ ---- ১২
ফিচার : পাঙ্খাওয়ালার ইতিহাস ---- ১৩
সাম্প্রতিক বিশ্ব ---- ১৫
ফটো গ্যালারী ---- ১৭-২৪
স্বাস্থ্য কথা : হৃদরোগ আছে কি না পরীক্ষা করুন এক পায়ে দাঁড়িয়ে ---- ২৫
খেলাধুলা : রোনালদোর বিশ্ব রেকর্ড ---- ২৬
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি : স্মার্ট বাংলাদেশে ডিজিটাল ব্যাংক ---- ২৮
কৌতুক : হাসতে নাকি জানে না কেউ ---- ২৯
ঢাকার প্রাচীন পেশা : বৈদ্য ---- ৩১
স্কাউট সংবাদ: গাজীপুরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ---- ৩৪
স্কাউট সংবাদ: দিনাজপুর আঞ্চলিক স্কাউটসের গ্রুপ সভাপতি কোর্সের উদ্বোধন ---- ৩৬
স্কাউট সংবাদ: দিনাজপুর অঞ্চলের ২৩ তম গ্রুপ সভাপতি কোর্স অনুষ্ঠিত ---- ৩৭
স্কাউট সংবাদ: রংপুর জেলা রোভারের ৩ হাজার চারাগাছ বিতরণ ---- ৩৮
স্কাউট সংবাদ: রংপুরে জেলা রোভারের মাসিক এসআরএম সমন্বয় সভা ও মডেল ক্রু-মিটিং অনুষ্ঠিত ৩৯
স্কাউট সংবাদ: সিরাজগঞ্জের সাবেক জেলা প্রশাসক মরহুম আমিনুল ইসলামের ৩য় মৃত্যু বার্ষিকী পালিত ৪০

অগ্রদূত লেখকদের প্রতি

অগ্রদূত আপনার পত্রিকা। বছরের যে কোন সময়ে অগ্রদূত এর জন্য লেখা পাঠাতে পারেন। আপনার এলাকার যে কোন স্কাউট সংবাদ, স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় কোন অনুষ্ঠানে স্কাউটদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে প্রতিবেদন বা সংবাদ পাঠাতে পারেন। লিখতে পারেন আপনার কোন স্মৃতিকথা, গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী, প্রবন্ধ বা নিবন্ধ। উত্তম ও দক্ষ, কাব-স্কাউট, রোভার, গার্ল ইন স্কাউট এর সদস্যদের সাক্ষাৎকার অগ্রদূত-এ প্রকাশ করা হয়। এ সাক্ষাতকার স্কাউট/রোভারবৃন্দের যে কেউ তৈরি করে ছবিসহ পাঠালে তা যত্নের সাথে প্রকাশ করা হবে। লক্ষ্য রাখবেন, আপনার লেখা যেন অগ্রদূত পাঠকদের জন্য উপযোগী হয়। কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিস্কার হস্তাক্ষরে বা কম্পিউটার কম্পোজ করে লেখা পাঠাতে হবে। কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লিখে পাঠানো হলে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। লেখা বা সংবাদের সাথে ছবি থাকলে ভাল হয়, ছবি অবশ্যই পরিষ্কার হতে হবে। ছবির চারপাশে কোন প্রকার ডিজাইন বা বর্ডার দেবেন না। তবে কেউ ছবি পাঠালে তার সাথে ক্যাপশন বা বিবরণ লিখে দিবেন। সে সাথে আপনার পূর্ণ ঠিকানা এবং ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ থাকতে হবে। অসম্পূর্ণ বা ঠিকানাবিহীন কোন লেখা প্রকাশ করা হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেয়া হয় না।

– সম্পাদক, অগ্রদূত

লেখা ই-মেইল করে পাঠানোর ঠিকানা: agradoot@scouts.gov.bd
ডাকযোগে: সম্পাদক, অগ্রদূত, বাংলাদেশ স্কাউটস, ৬০, আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও স্কাউট আইন

স্কাউট প্রতিজ্ঞা

আমি আমার আত্মমর্যাদার উপর নির্ভর করে প্রতিজ্ঞা করছি যে

- আল্লাহ্ ও আমার দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করতে
- সর্বদা অপরকে সাহায্য করতে
- স্কাউট আইন মেনে চলতে

আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

স্কাউট আইন

- স্কাউট আত্মমর্যাদায় বিশ্বাসী
- স্কাউট সকলের বন্ধু
- স্কাউট বিনয়ী ও অনুগত
- স্কাউট জীবের প্রতি সদয়
- স্কাউট সদা প্রফুল্ল
- স্কাউট মিতব্যয়ী
- স্কাউট চিন্তা, কথা ও কাজে নির্মল।

আপনার সন্তান কেন স্কাউট হবে?

- স্কাউটিং নিয়মানুবর্তী হতে সাহায্য করে
- স্কাউটিং চরিত্র গঠনে সহায়ক
- স্কাউটিং সৎ ও সত্যবাদী হওয়ার শিক্ষা দেয়
- স্কাউটিং শরীর সুস্থ্য ও সবল করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের চৌকষ করে গড়ে তোলে
- স্কাউটিং বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের সুযোগ সৃষ্টি করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলে
- স্কাউটিং বিনয় ও ধৈর্য্য শিক্ষা দেয়
- স্কাউটিং ছেলে- মেয়েদের কর্মঠ ও শ্রমের মর্যাদা শেখায়
- স্কাউটিং সমাজ হিতৈষী নাগরিক সৃষ্টি করে
- স্কাউটিং ছেলে- মেয়েদের পরোপকারী ও জনসেবায় উদ্বুদ্ধ করে
- স্কাউটিং ছেলে- মেয়েদের অবসর গঠনমূলক কাজে লাগিয়ে মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে সাহায্য করে।

বাংলাদেশের চিফ স্কাউট হিসেবে দীক্ষা নিলেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন

বাংলাদেশের প্রধান স্কাউট হিসেবে আনুষ্ঠানিক দীক্ষা নিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। ১৬ জুলাই দুপুরে বঙ্গভবনে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে চিফ স্কাউট হিসেবে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মো. মোজাম্মেল হক খান বঙ্গভবনে মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে দীক্ষা বাক্য পাঠ করান ও স্কাউট ব্যাজ পরিয়ে দেন। এ সময় বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি মো. আবুল কালাম আজাদ আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপতিকে স্কার্ফ পরিয়ে দেন। পরে বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মো. মোজাম্মেল হক খান এবং সভাপতি মো. আবুল কালাম আজাদ বাংলাদেশ স্কাউটসের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিনকে অবহিত করেন।

এ সময় মহামান্য রাষ্ট্রপতি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে স্কাউসের গোড়াপত্তন করেন যা আজ সারা দেশে বিস্তৃত।

তিনি বলেন, স্কাউট কার্যক্রম ছেলে-মেয়েদের নীতি-নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

দেশকে উন্নতি ও অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিতে এবং স্মার্ট বাংলাদেশে পরিণত করতে প্রতিটি স্তরে নেতৃত্বের বিকাশ অত্যন্ত জরুরি উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, স্কাউটের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এই নেতৃত্ব বিকাশের যাত্রা শুরু হতে পারে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ জাতীয় প্রয়োজনে স্কাউটদের ভূমিকার প্রশংসা করে রাষ্ট্রপতি

বলেন, স্কাউটরা যাতে দেশ ও জাতির যেকোনো প্রয়োজনে নিজেদের কাজে লাগাতে পারে সেজন্য তথ্য-প্রযুক্তিসহ উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে।

এ বিষয়ে স্কাউট নেতাদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি।

এ সময় দেশকে সন্ত্রাস, দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িকতা ও মাদকমুক্ত রাখতে স্কাউটদের ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন।

মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে চিফ স্কাউট হিসেবে আনুষ্ঠানিক দীক্ষা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি মোঃ আবুল কালাম আজাদ, প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, জাতীয় কমিশনার (সংগঠন) শেখ ইউসুফ হারুন, জাতীয় কমিশনার (গার্ল ইন স্কাউটিং) অধ্যাপক সুপ্রিয়া ভট্টাচার্য্য, জাতীয় কমিশনার (ফাউন্ডেশন) জনাব সাফিনা রহমান, নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) জনাব উনু চিং এবং পরিচালক (প্রশাসন) জনাব মোঃ রুহুল আমিন।

এ সময় রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সচিব সম্পদ বড়ুয়া, সামরিক সচিব মেজর জেনারেল এস এম সালাহউদ্দিন ইসলাম, রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব মো. জয়নাল আবেদীন এবং সচিব সংযুক্ত মো. ওয়াহিদুল ইসলাম খান উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

প্রচ্ছদ রচনা

সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড ও প্লাস্টিক টাইড টার্নার চ্যালেঞ্জ ব্যাজ প্রদান

স্কাউটদের সেবাধর্মী কাজের স্বীকৃতি হিসেবে কৃতি স্কাউট ও রোভার স্কাউটদের মাঝে আজ ২১ জুলাই ২৩ শুক্রবার বিকেল ৩-৩০ ঘটিকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট, সেগুন বাগিচা, ঢাকায় সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড ও প্লাস্টিক টাইড টার্নার চ্যালেঞ্জ ব্যাজ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদান করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ শাহাব উদ্দীন, এমপি। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি, জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, বাংলাদেশ স্কাউটস এর কোষাধ্যক্ষ ড. মোঃ শাহ কামাল। অ্যাওয়ার্ড ও ব্যাজ প্রদান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য) কাজী নাজমুল হক। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন, জনাব জামাল উদ্দিন শিকদার, জাতীয় উপ কমিশনার (স্বাস্থ্য) বাংলাদেশ স্কাউটস।

স্কাউট সদস্যরা দেশের বিভিন্ন দুযোর্গ দুর্বিপাকের আক্রান্তদের সেবা প্রদানের পাশাপাশি বৃক্ষরোপন, পরিবেশ রক্ষা, প্লাস্টিক বর্জ্য অপসারণ, জীব বৈচিত্র্য রক্ষা, শব্দ দূষণরোধ, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি প্রতিনিয়ত বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। স্কাউট ও রোভার স্কাউটদের সেবামুলক কাজের স্বীকৃতি হিসেবে সারা দেশ থেকে ২৪২ জন স্কাউট ও রোভার স্কাউট আনুষ্ঠানিকভাবে সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড ও ২৬ জন প্লাস্টিক টাইড টার্নার চ্যালেঞ্জ ব্যাজ গ্রহণ করে।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই প্লাস্টিক টাইড টার্নার কার্যক্রমের উপর একটি ভিডিও প্রদর্শন করা হয়। অ্যাওয়ার্ড ও ব্যাজ প্রদান অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ শাহাব উদ্দীন, এমপি প্লাস্টিক ও পলিথিন ব্যবহার বন্ধ করার আহবান জানিয়ে উল্লেখ করেন, উপকূলীয় জেলাসমূহে প্লাস্টিক ব্যবহার বিষয়ে আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তিনি প্লাস্টিক ব্যবহাররোধে জনসচেতনা বৃদ্ধির কাজে স্কাউটদের সম্পৃক্ত করার আহবান জানান। পরিবেশের সজীবতায় এবং জলবায়ুর পরিবর্তন মোকাবেলায় বাংলাদেশ স্কাউটস এর উদ্যোগে ৫০ লক্ষ বৃক্ষরোপনের উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং একাজে মন্ত্রণালয় থেকে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। প্রধান অতিথি শব্দ দূষণ

বিশেষ প্রতিবেদন

রোধে স্কাউটদের সম্পৃক্ততার কথা উল্লেখ করে শব্দ দূষণ রোধ ও পরিবেশ রক্ষায় সকল কে আরো মনোযোগি হওয়ার আহবান জানান।

বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ অ্যাওয়ার্ড অর্জনকারীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন আমরা সমাজ সেবার সাথে সমাজ উন্নয়নকে যুক্ত করেছি। যাতে করে স্কাউটরা স্থানীয় জনগণকে সাথে নিয়ে সেবার সাথে প্রয়োজনীয় উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদন করতে পারে। তিনি উল্লেখ করেন জাম্বুরী ও জাতীয় স্কাউট প্রোগ্রাম সমূহে প্লাস্টিক পণ্য ব্যবহার বাংলাদেশ স্কাউটস নিরুৎসাহিত ও বন্ধ করেছে। তিনি ক্রমান্বয়ে প্লাস্টিক বোতলের পরিবর্তে অ্যালুমিনিয়াম বোতল ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান বলেন, সমাজ উন্নয়ন স্কাউটিং এর অংশ। বিশ্বের যে কয়েকটি দেশে প্লাস্টিক টাইড টার্ণারের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে তার মধ্যে বাংলাদেশ স্কাউটস একটি। স্কাউটিং শুধু পোশাকই নয়। আমরা এমডিজি , এসডিজি এর সাথে আগামীতে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার কারিগর তৈরি করছি। ২৪ লক্ষ স্কাউট এর বিশাল বাহিনী পরিবেশ রক্ষা, বন্যা, খরা, দুর্যোগ মোকাবেলা, নিরাপদ সড়ক, যানজট নিরসন কাজে সেবা প্রদান করছে। পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের কাজে স্কাউট সদস্যরা বরাবর সহযোগিতা প্রদান করে আসছে।

ড. মোঃ শাহ কামাল, কোষাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ স্কাউটস বলেন স্কাউটরা পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সচেতনতামূলক অনেক কাজ বাস্তবায়ন করেছে। তিনি স্কাউটদের মাধ্যমে জনগণের নিকট পরিবেশ বার্তা পৌঁছে দেয়ার ও সকল ভালো কাজের সাথে যুক্ত থাকার আগ্রহ ব্যক্ত করেন।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

স্পেশাল ইভেন্টস বিষয়ক জাতীয় ওয়ার্কশপ

২০ জুলাই ২০২৩, বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় সদর দফতরের শামস হলে দিনব্যাপী স্পেশাল ইভেন্টস বিষয়ক জাতীয় ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়। উক্ত ওয়ার্কশপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সকাল ৯.৩০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হয়।

ওয়ার্কশপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) শাহ রেজওয়ান হায়াত। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) জনাব মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান রিপন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন নির্বাহী পরিচালক জনাব উনু চিং। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (স্পেশাল ইভেন্টস) ও মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফসিউল্লাহ।

সমাপনি অনুষ্ঠান বিকাল ৩.৩০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ও দুর্নীতি দমন কমিশনের সাবেক মাননীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর কোষাধ্যক্ষ ও সাবেক সিনিয়র সচিব ড. মোঃ শাহ কামাল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় কমিশনার (স্পেশাল ইভেন্টস) ও মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফসিউল্লাহ। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন নির্বাহী পরিচালক জনাব উনু চিং।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

প্লাস্টিক টাইড টার্ণারর্স চ্যালেঞ্জ

ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন অব দি স্কাউট মুভমেন্ট (WOSM) ২০১৮ সালে ওয়ার্ল্ড স্কাউট ইনভারনমেন্টার প্রোগ্রাম শুরু করে। তারই ধারাবাহিকতায় এসডিজি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক দপ্তর থেকে পাইলট প্রকল্প হিসেবে এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনের ৮টি দেশে টাইড টার্নার প্লাস্টিক চ্যালেঞ্জ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। দেশগুলো হলো :- বাংলাদেশ, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর এবং থাইল্যান্ড। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রতিটি জাতীয় স্কাউট সংস্থা থেকে একজন স্বেচ্ছাসেবী কর্মকর্তা এবং প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভকে ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেটর মনোনয়ন করা হয়। বাংলাদেশ স্কাউটস স্বেচ্ছাসেবী কর্মকর্তা হিসেবে জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন শিকদার, জাতীয় উপ কমিশনার (স্বাস্থ্য) এবং প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভ জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, পরিচালক (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য) কে বাংলাদেশ স্কাউটস ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেটর হিসেবে মনোনয়ন করে। "প্লাস্টিক টাইড টার্নার চ্যালেঞ্জ ব্যাজ" কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্কাউটস এর একটি টাস্কফোর্স কাজ করে যাচ্ছে।

টাইড টার্নার প্লাস্টিক কি ও কেন ?

জাতিসংঘ পরিবেশ প্লাস্টিক দূষণ ও সামুদ্রিক জঞ্জালের বিরুদ্ধে লড়ায়ের অংশ নিতে যুবকদেরকে একত্রিত করার লক্ষ্যে জাতিসংঘ ও বিশ্ব স্কাউটসংস্থা একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। পরিবেশ প্লাস্টিক দূষণ হুমকির বিষয়গুলি সম্পর্কে সচেতন হওয়ার জন্য যুবকদের দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পরিপূরণের বোধ তৈরি করতে পারে টাইড টার্নার।

★ Tide Turners Plastic হলো United Natons Environment Program কর্তৃক নেওয়া একটি বিশ্ব উদ্দ্যোগ যা বিশ্ব স্কাউটস সংস্থা কর্তৃক গৃহীত চ্যালেঞ্জ, এবং Earth Tribe এর অংশ হিসেবে বিবেচিত।

★ TTP (Tide Turners Plastic) চ্যালেঞ্জটি বাংলাদেশ স্কাউটস TTP-CB(Tide Turners Plastic Challenge Badge) নামে পরিচালিত হচ্ছে।

★ TTPCB যুবকদের বুঝতে সাহায্য করবে, মানব সভ্যতার প্লাস্টিকের ব্যবহার বিশ্বের উপর কিরূপ প্রভাব ফেলছে, কীভাবে পরিছন্ন ও সুস্থ পৃথিবী গড়ার জন্য প্রচার করে টেকসই পৃথিবী গড়ার ক্ষেত্রে অবদান রাখা যায়।

★ তাই, TTPCB অর্জন করার সাথে সাথে স্কাউটসরা তাদের জ্ঞান, দক্ষতা, মনোভাব পরিবর্তনের মাধ্যমে স্থায়ী উন্নতির জন্য কাজ করবে।

চ্যালেঞ্জ কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর একজন স্কাউট সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড সহায়ক একটি ব্যাজ অর্জন করবে।

"প্লাস্টিক টাইড টার্নার চ্যালেঞ্জ ব্যাজ" কার্যক্রম এর উদ্দেশ্য ঃ

★ প্লাস্টিক ব্যবহারের ফলে বাস্তব সংস্থানের

(Ecosystem) প্রভাব জানতে ও বুঝতে পারা;

★ সমাজের চাহিদা ও চ্যালেঞ্জগুলো সনাক্ত করা এবং অন্যদের সাথে কাজ করে টেকসই সমাধান করতে সক্ষম হওয়া;

★ একক ব্যবহার প্লাস্টিক (Single use plastic) ব্যক্তিগত ব্যবহার হ্রাসকরণ সম্পর্কে বুঝা এবং বাস্তবায়ন করা;

★ স্বাস্থ্যকর পৃথিবীর জন্য সমাজ, গ্রুপ ও অংশীদারদের সাথে নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং অবদান রাখা;

★ কিভাবে বিশ্ব সম্প্রদায় এই সমস্যাটি মোকাবেলা করছে তা বুঝতে পারা;

★ বন্ধু, পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমাজের লোকদের একক ব্যবহার (Single use plastic) হ্রাস (Reduce), পুনঃব্যবহার (Re-use), পুর্নব্যবহার (Re-cycle) করতে উদ্বুদ্ধ করা;

★ প্লাস্টিকব্যবহারের ফলে পানি ও মাটি বাস্তসংস্থানকে (Ecosystem) দূষণ থেকে রোধ করা;

★ Plastic Tide Turner Challenge Badge এর স্বীকৃতি, Earth Tribe নেটওয়ার্ক এর সদস্যহিসেবে যুক্ত হওয়াও সুস্থপৃথিবীকে দূষণ থেকে রক্ষার প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করা ।

"প্লাস্টিক টাইড টার্নার চ্যালেঞ্জ ব্যাজ" কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ স্কাউটস বছরব্যাপী বিভিন্ন কার্যক্রম অ্যাকশন প্লানে রেখেছে। জাতীয় পর্যায়ে ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম, অঞ্চল পর্যায়ে ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম, জেলা পর্যায়ে ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম, স্কাউট ও রোভার স্কাউটদের নিয়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন, "প্লাস্টিক টাইড টার্নার চ্যালেঞ্জ ব্যাজ" প্রদান উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশ স্কাউটস এর পলিথিন মুক্ত স্কাউটিং এর নীতিমালা

১। স্কাউটবৃন্দ (কাব, স্কাউট ও রোভার স্কাউট) এবং সকল পর্যায়ের স্কাউটারগণ নিজে পলিথিনের ব্যবহার পরিহার করবে এবং অন্যদেরকে পলিথিন ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করবে;

২। স্কাউট ক্যাম্পসহ সকল স্কাউটিং কার্যক্রমে পলিথিনের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা;

৩। স্কাউটদের মাঝে সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে পলিথিন বিরোধী বিষয় বিশেষ কার্যক্রম হিসেবে চালু করা। পরবর্তীতে কাব, স্কাউট ও রোভার প্রোগ্রামের প্রত্যেক স্তরে পলিথিন বিরোধী কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা;

৪। বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক একটি টিম গঠন করে এই বিশেষ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সাধন করা;

৫। সকল উপজেলায় স্কাউট দলসমূহের সমন্বয়ে ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহযোগিতায় টিম গঠন করে মাসে অন্ততঃ একবার তাদের এলাকার বাজার এবং দোকানসমূহে পলিথিন এর কুফল এবং এর আইন সম্পর্কে সচেতন করা;

৬। নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পলিথিন ও প্লাস্টিকের ব্যবহার রোধ নিশ্চিত করা, বিশেষ করে প্লাস্টিকের চামচ, স্ট্র, পানির বোতল, ওয়ান টাইম প্লেট ব্যবহার বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি করা;

৭। স্কাউট শপ এর সকল পণ্য পলিব্যাগে মোড়ানো অবস্থায় বিক্রি অতিসত্তর বন্ধ করা;

৮। স্কাউট সদস্যগণ সর্বপ্রথম নিজে পলিথিন ব্যবহার বন্ধ করবে, এরপর পরিবারের সকলকে পলিথিন ব্যবহার বন্ধে উদ্বুদ্ধ করবে;

৯। "পলিথিন বর্জন করবো, পরিবেশ সুন্দর রাখবো" এই শ্লোগানটিকে সকল প্রকার স্কাউট ক্যাম্পে ব্যাপক প্রচারণা চালানো;

১০। স্কাউটিংয়ের সকল প্রশিক্ষণ কোর্স/ওয়ার্কশপ/সেমিনার/সমাবেশ ইত্যাদি পর্যায়ে নিয়মিতভাবে পলিথিন বিরোধী সচেতনতা সৃষ্টির পদক্ষেপ গ্রহণ;

১১। পলিথিন মুক্ত স্কাউটিং কার্যক্রমের ব্যাপক জনসংযোগ কার্যক্রম পরিচালনা। প্রচারের কাজে শিল্প, বাণিজ্য, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নেয়া যেতে পারে।

১২। বাংলাদেশ স্কাউটস পরিচালিত "আমার গ্রাম আমার শহর" এবং "পরিচ্ছন্ন গ্রাম পরিচ্ছন্ন শহর" কার্যক্রমে পলিথিন বিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়টি অর্ন্তভক্তির পদক্ষেপ গ্রহণ।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

প্লাষ্টিক টাইড টার্ণারস চ্যালেঞ্জ ব্যাজ কার্যক্রমের প্রতিবেদন

প্রতিবেদন

ভুমিকা ঃ

প্লাষ্টিক টাইড টার্ণারস চ্যালেঞ্জ ব্যাজ কার্যক্রম :

জাতি সংঘের পরিবেশ কর্মসূচি (United Nations Environment Programme) দ্বারা গঠিত একটি বিশ্বব্যাপী উদ্যোগ যা ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন অব দি স্কাউট মুভমেন্ট (WOSM) আর্থ ট্রাইবের একটি উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছে। ওয়ার্ল্ড স্কাউট ব্যুরো এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের ৮টি দেশে (বাংলাদেশ, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর এবং থাইল্যান্ডে) পাইলট প্রকল্প হিসেবে " প্লাষ্টিক টাইড টার্ণারস চ্যালেঞ্জ ব্যাজ" কার্যক্রম করার জন্য বাংলাদেশ স্কাউটসকে ৮টি দেশের সাথে অন্তর্ভূক্ত করে।

"প্লাষ্টিক টাইড টার্ণারস চ্যালেঞ্জ ব্যাজ" কার্যক্রম এর মাধ্যমে স্কাউট ও রোভার স্কাউটরা প্লাষ্টিকের ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পেরেছে। " প্লাষ্টিক টাইড টার্ণারস চ্যালেঞ্জ ব্যাজ" কার্যক্রম পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর একক প্লাষ্টিকের ব্যবহার কমানো, পুনঃ ব্যবহার করা সম্ভব না হলে বর্জন করার বিষয়ে নিজেরাসহ জনসাধারণকে সচেতন করার বিষয়টি জানতে পেরেছে। পাশাপাশি "প্লাষ্টিক টাইড টার্ণারস চ্যালেঞ্জ ব্যাজ" কার্যক্রম এর মাধ্যমে স্কাউট ও রোভার স্কাউটরা তাদের পরিবার ও সহপাঠিদের সচেতন করে সমাজ সেবা ও সমাজ উন্নয়ন কাজ করতে সক্ষম হয়েছে। " প্লাষ্টিক টাইড টার্ণারস চ্যালেঞ্জ ব্যাজ" কার্যক্রম সম্পন্ন করার মাধ্যমে স্কাউট ও রোভার স্কাউটরা একটি ব্যাজ অর্জন করেছে। যা প্লাষ্টিক টাইড টার্ণারস চ্যালেঞ্জ ব্যাজ" নাম দিয়ে সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড আধুনিকায়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

প্লাষ্টিক টাইড টার্ণারস চ্যালেঞ্জ ব্যাজ" কার্যক্রম:

ওয়ার্ল্ড স্কাউট ব্যুরো এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের ৮টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করার পর ওয়ার্ল্ড স্কাউট ব্যুরোর এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চল থেকে বাংলাদেশ স্কাউটস এর ২জন স্কাউটারকে ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেটর হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। তারা হচ্ছেন : (১) জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন শিকদার, জাতীয় উপ কমিশনার (স্বাস্থ্য), বাংলাদেশ স্কাউটস এবং (২) জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, পরিচালক (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য), বাংলাদেশ স্কাউটস ।

প্লাষ্টিক টাইড টার্ণারস চ্যালেঞ্জ ব্যাজ" কার্যক্রম টাস্ক ফোর্স গঠন :

প্লাষ্টিক টাইড টার্ণারস চ্যালেঞ্জ ব্যাজ" কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ স্কাউটস জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন শিকদার, জাতীয় উপ কমিশনার (স্বাস্থ্য), বাংলাদেশ স্কাউটস কে আহবায়ক করে এবং জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, পরিচালক (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য), বাংলাদেশ স্কাউটস কে সদস্য-সচিব করে ১৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়।

টাস্ক ফোর্স নিম্নরূপ :

ক্রম. নাম স্কাউট পদ মর্যাদা কমিটিতে অবস্থান

০১. জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন শিকদার জাতীয় উপ কমিশনার (স্বাস্থ্য) আহবায়ক

০২. জনাব জুবায়ের ইউসুফ প্রাক্তন জেলা স্কাউট লিডার, ঢাকা মেট্রোপলিটন সদস্য

০৩. মরহুম মোঃ শাহাদাত হোসেন রোভার স্কাউট লিডার, ঢাকা জেলা নৌ সদস্য

০৪. জনাব মোঃ আওলাদ হোসেন মারুফ সহঃ কমিশনার (স. উ.), গাজীপুর জেলা রোভার সদস্য

০৫. জনাব মোঃ আবদুল হান্নান সহঃ কমিশনার (বিধি), ঢাকা জেলা রোভার সদস্য

০৬. জনাব মোঃ লিমন মিয়া সহঃ কমিশনার (স. উ.), ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা রোভার সদস্য

০৭. জনাব এস এম হায়াত আহমেদ নৌ স্কাউট লিডার, ঢাকা জেলা নৌ সদস্য

০৮. জনাব ফয়সাল আহমেদ রোভার স্কাউট লিডার, পিপলস ওপেন স্কাউট গ্রুপ সদস্য

০৯. শেখ আরিফুর রহমান রাজু জেলা রোভার স্কাউট লিডার, ঢাকা জেলা এয়ার সদস্য

১০. জনাব জীবন কুমার সরকার ইউনিট লিডার, ইকোনোমিকেল ওপেন স্কাউট গ্রুপ সদস্য

১১. জনাব মাইনুল হাসান মুন্না প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট সদস্য

১২. জনাব মোঃ নাজমুল হাছান প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট সদস্য

১৩. জনাব মোঃ আবুল হোসেন সিদ্দিক টিটো গ্রুপ সম্পাদক, ম্যাপললিফ ইন্টাঃ স্কুল স্কাউট গ্রুপ যুগ্ম সদস্য সচিব

১৪. জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা পরিচালক (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য) সদস্য সচিব

এপিআর কর্তৃক আয়োজিত ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম :

ওয়ার্ল্ড স্কাউট ব্যুরো এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের নির্বাচিত ৮টি দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে অনলাইনে ৩দিন ব্যাপী প্লাষ্টিক টাইড টার্ণারস চ্যালেঞ্জ ব্যাজ" কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম আয়োজন

করে। ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সদস্যরা সাফল্যের সাথে অংশগ্রহণ করে।

জাতীয় পর্যায়ে ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম আয়োজন :
প্লাষ্টিক টাইড টার্ণারস চ্যালেঞ্জ ব্যাজ" কার্যক্রম বাস্তবায়নের বাংলাদেশ স্কাউটস সকল অঞ্চলের আঞ্চলিক উপ কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন), আঞ্চলিক সম্পাদক, আঞ্চলিক পরিচালক/উপ পরিচালক এবং অঞ্চলের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে ২ দিন ব্যাপী জাতীয় পর্যায়ে ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম আয়োজন আয়োজন করা হয়।

অঞ্চল পর্যায়ে ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম আয়োজন :
প্লাষ্টিক টাইড টার্ণারস চ্যালেঞ্জ ব্যাজ" কার্যক্রম বাস্তবায়নের বাংলাদেশ স্কাউটস এর সকল অঞ্চলের পরিচালনায় অঞ্চলের আওতাধীন সকল জেলার সহকারি কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন), জেলা সম্পাদক, জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ পরিচালক/সহকারি পরিচালক এবং জেলার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে দিন ব্যাপী অঞ্চল পর্যায়ে ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম আয়োজন আয়োজন করা হয়।

প্লাষ্টিক টাইড টার্ণারস চ্যালেঞ্জ ব্যাজ কার্যক্রম এর পর্যায়সমূহ :
প্লাষ্টিক টাইড টার্ণারস চ্যালেঞ্জ ব্যাজ" কার্যক্রম এর তিনিটি পর্যায় ছিল । যথাক্রমে : প্রারম্ভিক পর্যায়, নেতৃত্ব পর্যায় এবং চ্যাম্পিয়ন পর্যায়।

প্লাষ্টিক টাইড টার্ণারস চ্যালেঞ্জ ব্যাজ কার্যক্রম এর পর্যায়সমূহে স্কাউট ও রোভার স্কাউটরা যেসকল কাজ করেছে :

প্রারম্ভিক পর্যায় :
তাত্ত্বিক :
প্লাস্টিক টাইড টার্নার চ্যালেঞ্জ ব্যাজ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন। ব্যাজ সম্পর্কে বিশ্ব স্কাউট সংস্থা/এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের নীতিমালা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। আর্থ ট্রাইব সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন । সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করা। সমাজ সেবা। প্লাস্টিক পুনঃব্যবহারের আইডিয়া শেয়ার করা।

সমাজ উন্নয়ন :
নিজে কার্যক্রম-১ (ব্যবহৃত প্লাস্টিক দিয়ে কারুকাজ করা) সম্পন্ন করা।

অনলাইন কর্যক্রম:
১. সমাজ সেবা ও সমাজ উন্নয়নের কার্যক্রমের ছবি Plastic Tide Turners Challenge Badge, BD Scouts ফেসবুকে গ্রুপে #PTTCBadgeBDScouta, #EarthTribe ব্যবহার করে আপলোড।
২. scout.org তে আপলোড।

নেতৃত্ব পর্যায়:
পরিবেশের উপর প্লাস্টিকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। প্লাস্টিক দূষণ সমাধানের উপায় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন। প্লাস্টিক পুনঃব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন। প্লাস্টিক পণ্য পুনঃব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করা। প্ল্যাকার্ড, পোস্টারের মাধ্যমে সচেতনতা করা। গ্রুপের সাথে কার্যক্রম-২ (পাস্টিকের জরিপ) সম্পূর্ণ করা। গ্রুপের সাথে কার্যক্রম-৩ (বর্জ্য অনুমান করা) । সম্পন্ন করা।

অনলাইন কার্যক্রম :
সমাজ সেবা ও সমাজ উন্নয়নের কার্যক্রমের Plastic Tide Turners Challenge Qwe Badge, BD Scouts ফেসবুকে গ্রুপে । #PTTCBadgeBDScouta, #EarthTribe ব্যবহার করে আপলোড।
২. scout.org তে আপলোড।

চ্যাম্পিয়ন পর্যায়:
প্লাস্টিক টাইড টার্ণার চ্যালেঞ্জ ব্যাজ কিভাবে এসডিজিতে কাজ করে এই বিষয় জ্ঞান অর্জন। প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন। প্লাস্টিক বিকল্প ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন। সঠিক স্থানে প্লাস্টিক বর্জ্য অপসারণে উৎসাহ প্রদান করা। সংস্থা/দোকান এ প্লাস্টিক পুনঃব্যবহার এবং প্লাস্টিকের বিকল্প । ব্যবহার করার বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করা।

গ্রুপের সাথে কার্যক্রম-৪ (নদী/সমুদ্র/ড্রেন এর বর্জ্য অপসারণ) সম্পূর্ণ করা।গ্রুপের সাথে কার্যক্রম-৫ (নতুন উদ্ভাবক স্থান থেকে প্লাস্টিক অপসারণ) সম্পন্ন করা।

গ্রুপের সাথে কার্যক্রম-৬ (সংস্থা/দোকান এর প্লাস্টিক ব্যবহার কমানো এবং ৫০% প্লাস্টিকের বিকল্প ব্যবহার) সম্পন্ন করা।
সমাজ সেবা ও সমাজ উন্নয়নের কার্যক্রমের ছবি Plastic Tide Turners Challenge Badge, BD Scouts ফেসবুকে গ্রুপে #PTTC BadgeBDScouta, #EarthTribe ব্যবহার করে আপলোড। scout.org তে আপলোড।
প্রতিবেদন জমা ও চূড়ান্ত মূল্যায়ন।

কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী এপিআর কর্তৃক প্রদত্ত টার্গেট, বাংলাদেশ স্কাউটস এর টার্গেট , প্রকৃত অংশগ্রহণকারী, চ্যাম্পিয়ন বুক প্রাপ্তি, মূল্যায়ন এবং ফলাফল :
ওয়ার্ল্ড স্কাউট ব্যুরো এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চল থেকে বাংলাদেশ স্কাউটসকে ২ পর্বে ২৪০০ জনের টার্গেট প্রদান করেছিল। বাংলাদেশ স্কাউটস এর বিভিন্ন অঞ্চলের আগ্রহের প্রেক্ষিতে এ টার্গেট ৯৫০০ জন করা হয়। পরবর্তীতে এ কার্যক্রমে সারা দেশ থেকে ১০০৯০ স্কাউট ও রোভার স্কাউট অংশগ্রহণ করে। প্রতিটি অঞ্চল থেকেই তাদের টার্গেট এর চেয়ে বেশী স্কাউট ও রোভার স্কাউট অংশগ্রহণ করে। কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চল থেকে চ্যাম্পিয়নবুক পাওয়া যায় ৭ হাজারের কাছাকাছি। যাদের মধ্য থেকে চ্যাম্পিয়ন বুক পর্যালোচনা করে প্রায় ৬ হাজর জনকে উত্তীর্ণ হিসেবে ঘোষনা করা হয়।

মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা
পরিচালক (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য)
বাংলাদেশ স্কাউটস

বন্ধ হলো বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন পত্রিকার ছাপা সংস্করণ

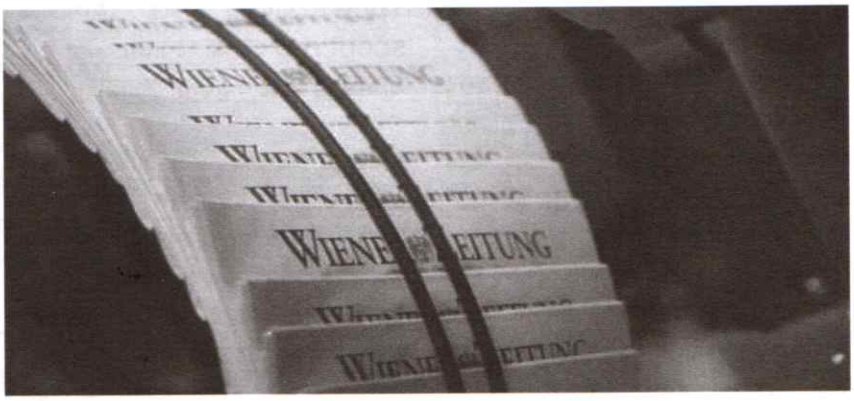

বিশ্বের সবচেয়ে পুরোনো ছাপা পত্রিকা "উইনার জেইতুং" আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। ১৭০৩ সালে প্রকাশিত পত্রিকাটির নামকরণ করা হয়েছিল "উইন-ারিসেস ডায়ারিয়ামের নামানুসারে। পরে ১৭৮০ সালে "উইনার জেইতুং" নামকরণ করা হয়। ১৮৫৭ সালে তৎকালীন সম্রাট ফ্রাঞ্জ জোসেফের আমলে পত্রিকাটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন হয়। ইউরোপের দেশ অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা থেকে প্রকাশিত হতো সংবাদপত্রটি। ১৭০৩ সালে যাত্রা শুরু করা ৩২০ বছর পুরোনো পত্রিকাটি ৩০ জুন ২০২৩, শুক্রবার সর্বশেষ ছাপা সংস্করণটি প্রকাশ করে। অস্ট্রিয়ায় যদি কোনো প্রতিষ্ঠান গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করত তাহলে সেটি পত্রিকায় অর্থের বিনিময়ে প্রকাশ করতে হতো।

কিন্তু এ বছরের (২০২৩) এপ্রিলে দেশটিতে একটি নতুন আইন করা হয়। এই আইনে পত্রিকায় গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশের বাধ্যবাধকতা তুলে দেওয়া হয়। ফলে অফিসিয়াল গ্যাজেট হিসেবে যে দায়িত্ব ভিনার জেইতুং পালন করত সেটি শেষ হয়ে যায়। এতে করে পত্রিকাটির আয়ের রাস্তাও বন্ধ হয়ে যায়। ওই আইন পাশের পরপরই প্রাচীন পত্রিকাটির প্রকাশকের আয় প্রায় ১ কোটি ৮০ লাখ পাউন্ড কমে যায়। এরপর বাধ্য হয়ে কর্তৃপক্ষ ৬৩ কর্মীকে ছাঁটাই করে। এই ছাঁটাইয়ের পর পত্রিকাটির এডিটরিয়ালের লোকবল ৫৫ থেকে মাত্র ২০ জনে নেমে আসে।

এতকিছু করার পরও লাভজনক না হওয়ায় এটি বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। উইনার জেইতুংয়ের ছাপা সংস্করণ বন্ধ হয়ে গেলেও অনলাইন সংস্করণ চালু থাকবে। এছাড়া প্রতিমাসে একবার ছাপা সংস্করণ প্রকাশের পরিকল্পনা রয়েছে কর্তৃপক্ষের। যদিও এ পরিকল্পনা একদম শুরুর পর্যায়ে আছে।

পত্রিকাটির মালিক হলো অস্ট্রিয়ার সরকার। তা সত্ত্বেও সম্পাদকীয়ভাবে এটি স্বাধীন ছিল। এই পত্রিকাটি যাত্রা শুরুর পর অস্ট্রিয়ায় ১০ জন সম্রাট, ১২ জন প্রেসিডেন্ট এবং দুটি প্রজাতন্ত্র দেখেছে। ১৭০৩ সালে পত্রিকাটি প্রথম সংস্করণে বলেছিল, তারা কোনো ধরনের অতিরঞ্জন এবং কাব্যিক শব্দকোষ ছাড়া সরাসরি খবর প্রকাশ করবে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অস্ট্রিয়া পরাজিত হওয়ার পর, পত্রিকাটি একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছিল, যার মধ্যে শেষ হাবসবার্গ সম্রাট কায়সার কার্লের সাম্রাজের দায়িত্ব ছাড়ার পত্রটিও ছিল। পত্রিকাটি তাদের শেষ সংস্করণে সাবেক দুজন চ্যান্সেলরসহ কয়েকজনের সাক্ষাৎকার ছাপিয়েছে। এছাড়া ছাপা সংস্করণ বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য পত্রিকাটি সরকারের নীতিকে দোষারোপ করেছে।

উইনার জেইতুংড় তিন শতকের যাত্রায় শুধুমাত্র একবারই সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেটি ১৯৩৯ সালে। সে বছর জার্মান নাৎসি বাহিনী এটির প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়। ১৯৪৫ সালে অস্ট্রিয়া মিত্র বাহিনীর দখলদারিত্বের মধ্যে থাকা অবস্থাতেই ফের পত্রিকাটি চালু হয়।

উইনার জেইতুং বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও জার্মান পত্রিকা হিসিমার আলগেমেইন জেইতুংকে বিশ্বের সবচেয়ে পুরোনো চালু পত্রিকা হিসেবে ধরা হচ্ছে। এই পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৭০৫ সালে ।

■ আগ্রদূত ডেস্ক

পাঙ্খাওয়ালার ইতিহাস

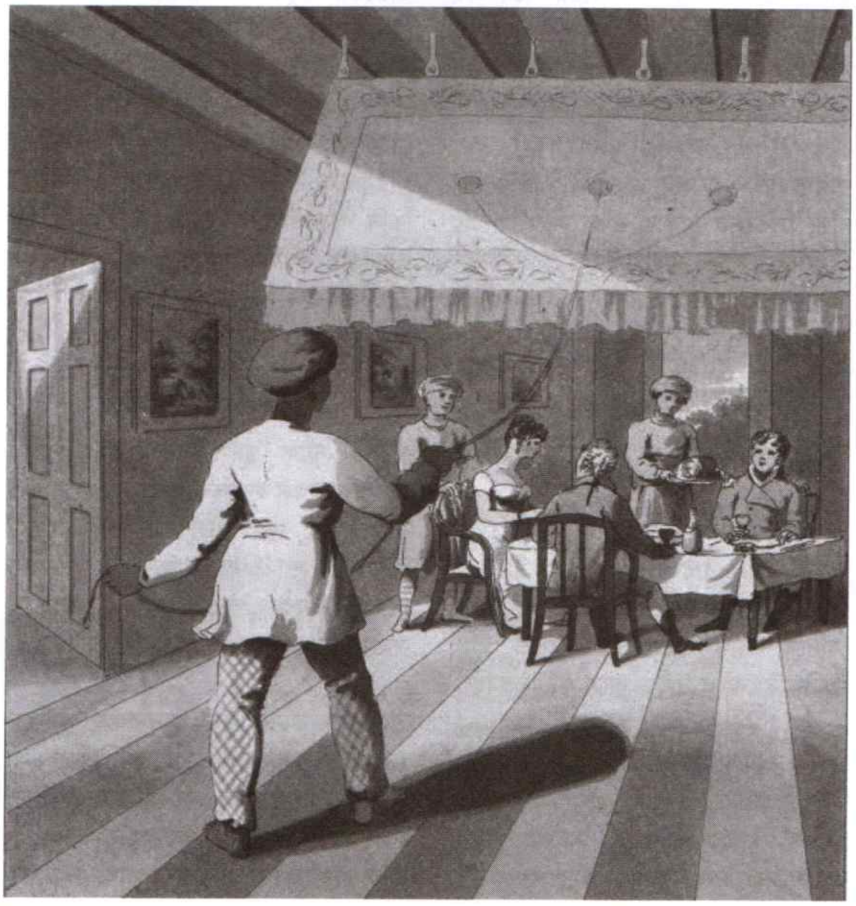

টানাপাখাকে কেন্দ্র করে ১৭ শতকে পাঙ্খাওয়ালা নামের নতুন এক পেশাজীবী শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। পাখাগুলো যারা টানতেন, তাদের পাঙ্খাপুলার বা পাঙ্খাওয়ালা বলা হতো।

ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় বৃটিশরা ভারতীয়দের সঙ্গে কীরূপ আচরণ করত, তা পাঙ্খাওয়ালাদের সঙ্গে তাদের ব্যবহার থেকেই অনুধাবন করা সম্ভব। ভারতবর্ষে শাসন করা সত্ত্বেও বৃটিশরা এদেশের সাধারণ মানুষকে কখনোই তাদের কাছে ঘেষতে দেয়নি। কিন্তু পাঙ্খাওয়ালাদের কাজ তো দূর থেকে সম্ভব নয়। তাদের দিনরাত ২৪ ঘণ্টাই অবিরাম পাখা টানার কাজ করতে হতো। আর তাই যে ঘরে ইংরেজ সাহেব-বিবিরা অবসর যাপন করতেন সেখানে তাদের উপস্থিতি কাম্য ছিল না। অধিকাংশ সময় বারান্দা কিংবা বাইরের ঘরেই তাদের ঠাঁই মিলত।

তাছাড়া বিশাল এক জনগোষ্ঠীকে পদানত করে শাসন করা যে সহজ কাজ নয় তা ব্রিটিশরা ভালোমতোই জানত। আর তাই গুপ্তচরদের থেকেও তাদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছিল। ইতিহাসবিদ অরুণিমা দত্তের মতে, সময়ের সঙ্গে পাঙ্খাওয়ালা নিয়োগে এক নতুন প্রবণতা দেখা দেয়। বধির, বয়স্ক কিংবা শ্রবণ শক্তি কম, এমন ব্যক্তিদের পাঙ্খাওয়ালা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া শুরু হয়।

ঘরের বাইরে ছাড়াও অনেকসময় ঘরের ভেতরে এক কোণায় পাঙ্খাওয়ালার জন্য নির্দিষ্ট জায়গা বরাদ্দ ছিল। পাঙ্খাওয়ালাদের গায়ে ইংরেজরা প্রায়ই হাত তুলত। তাদের দিকে জুতা ছুড়ে মারা কিংবা গালিগালাজ করাও ছিল সাধারণ বিষয়। নিয়মিত নির্যাতনের বাইরেও ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাদের হত্যার অভিযোগও মিলে। দ্য ডন পত্রিকার কলামিস্ট রাফিয়া জাকারিয়া লিখেছেন, একজন পাঙ্খাওয়ালাকে হত্যার শাস্তি হিসেবে ব্রিটিশ আমলে একজন শ্বেতাঙ্গকে মাত্র ১০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছিল। ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষের ওপর প্রকৃত অর্থেই যে দাসপ্রথা চাপিয়েছিল, ইতিহাসে তার স্বাক্ষ্য বহন করছে পাঙ্খাওয়ালারা। ব্রিটিশ সাহেব, বিবি ও তাদের সন্তানদের কাছে একজন সাধারণ ভারতীয় ভৃত্যের জীবনের মূল্য মাত্র ১০০ রুপির বেশি ছিল না।

শ্বেতাঙ্গরা এই পাঙ্খাওয়ালাদের কীভাবে দেখতেন তার উদাহরণ মিলে 'দ্য কমপ্লিট ইন্ডিয়ান হাউজকিপার এন্ড কুক' বইয়ে। বইটিতে ফ্লোরা অ্যানি স্টিল ও গ্রেস গার্ডিন-ার লিখেছেন, পাঙ্খাওয়ালারা ছিল অলস। পাখার বিষয়ে দুই লেখকের মতামত হলো, মশা তাড়াতে কিংবা ছাদে ঘুমালে এগুলো তেমন কাজে লাগে না। তবে খাবার সময় এটা ছিল জরুরি। তাদের ভাষায়, কুলির হাতে পাখার দড়ি থাকলেই যেন তাদের চোখে রাজ্যের ঘুম এসে ভর করত।

পাঙ্খাওয়ালার কাজ কঠিন না হলেও পরিশ্রমসাধ্য ছিল। কিন্তু ইংরেজ মনিবদের কাছে যে তার কদর ছিল না, তা তাদের বক্তব্য থেকেই বোঝা যায়। বাতাস করতে করতে ভুলে ঘুমিয়ে পড়লেই শাস্তি ছিল নিশ্চিত।

সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষরাই পেটের দায়ে

ফিচার

পাখাওয়ালার কাজ নিতেন। এই কাজের জন্য তারা খুব বেশি অর্থ পেতেন না। তা সত্ত্বেও কিন্তু সেসময় পাখাওয়ালাদের পেশা অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল।

হিসাবের খাতা অনুযায়ী, ১৮ শতকে সারাদিন পাখা টানার জন্য পাখাওয়ালারা তিন আনা করে মাইনে পেত। রাতে কাজ করলেও একইহারে বেতন থাকত। পাখা টানা ছাড়াও তাদের বাড়ি ও দপ্তরের বিভিন্ন ফুটফরমায়েশ খাটতে হতো।

একসময় ভারতীয় উপমহাদেশের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে টানা পাখা। আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলেও অনেক প্ল্যান্ট মালিকদের বাড়িতে টানা পাখার প্রচলন শুরু হয়। সেখানেও দরিদ্র শ্রেণির পাঙ্খাপুলারদের অভাব ছিল না।

তবে বিদ্যুৎ আসার সঙ্গেই কমতে থাকে টানা পাখার ব্যবহার। ১৯ শতকের শেষ দিকে উপমহাদেশে বিদ্যুৎ আসে। ১৮৭৯ সালে কলকাতায় প্রথম বিজলিবাতি জ্বালানো হয়। ১৮৯৯ সালে চালু হয় বৈদ্যুতিক পাখা। ফলে সময়ের সঙ্গে হারিয়ে যেতে থাকে টানা পাখা। বিংশ শতাব্দীতে এসে পাঙ্খাওয়ালা পেশাটিও বিলুপ্ত হয়। প্রযুক্তির উন্নতির সাথে তাদের মুক্তি ঘটলেও ইতিহাসে চিরকাল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক বর্বরতার স্বাক্ষ্য বহন করবে এই পাঙ্খাওয়ালারা।

এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ভারতে গ্রীষ্মকাল। ভারতের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে গ্রীষ্মকাল তাড়াতাড়ি আসে। এই অঞ্চলে এপ্রিল ও মে মাসে সবচেয়ে বেশি গরম পড়ে। এরপর বর্ষা আসলেই কমতে থাকে তাপমাত্রা। পূর্ব ভারতীয় ও উপকূলীয় অঞ্চলে

কালবৈশাখী ঝড়বৃষ্টিতে গরম পড়ে দেরিতে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে বৃষ্টি কমার সাথে বাড়তে থাকে তাপ। সমুদ্র থেকে আসা আর্দ্রতার কারণে ভ্যাপসা গরমে দমবন্ধ অবস্থার সৃষ্টি হয়।

ঘরের সিলিং থেকে বড় কাঠের ফ্রেমে পাখার কাপড় আটকানো থাকত। পাখার নিচের অংশে থাকত মসলিনের ঝালর। সিলিং থেকে ঝুলানো পাখাগুলো লম্বায় ৮ থেকে ১২ ফিট এমনকি অনেকসময় ২০ থেকে ৩০ ফিটও হতো। সিলিংয়ের ৩-৪টি হুক থেকে বাহারি দড়ির সঙ্গে পাখার কাপড় ঝুলিয়ে দেওয়া হতো। সময়ের সঙ্গে এই পাখায় নানা পরিবর্তন আসে। কাপড়ের পরিবর্তে শীতলপাটির ব্যবহারও দেখা গেছে।

পাখার সঙ্গে যুক্ত অন্য একটি দড়ি দেওয়ালে গাঁথা পিতলের চাকার ওপর দিয়ে গর্তের মধ্যে দিয়ে ঘরের বাইরে পৌঁছাত। সেখানে বাইরে থাকা পাঙ্খাওয়ালার হাতে থাকত দড়ির শেষ প্রান্ত। মেঝের ওপর পা মুড়ে বা বসে বসে তারা বিশেষ ছন্দে পাখা টানত। সাহেবদের ইচ্ছানুযায়ী কখনো ধীরে বা কখনো দ্রুত দড়ি টেনে বাতাস করা হতো।

১৮৯৫ সালে জিএফ অ্যাটকিন্সনের লেখা 'কারি এন্ড রাইস' বই অনুযায়ী এই দিকটিকে বলা হতো বম্বে সাইড। আর অন্য যেদিকে পাখার ঝাপটায় হাওয়া কম, সেদিকটি বেঙ্গল সাইড নামে পরিচিত ছিল।

১৯০৮ সালে প্রকাশিত 'ইকোস ফ্রম ওল্ড কলকাতা' বইয়ে এইচ ই বাস্টিড লিখেছেন, ১৭৮৪ থেকে ১৭৯০ সালের মধ্যে কলকাতায় টানা পাখার আবির্ভাব ঘটে। ১৭৮৩-৮৪ সালে সোফিয়া গোল্ডবর্ন নামের ইউরোপীয় নারীর চিঠিতে ভারতীয় পাখার উল্লেখ পাওয়া যায় বলে তিনি জানান। গোল্ডবর্ন তালপাতার হাতপাখা এবং টানা পাখা এই দু'ধরনের পাখার কথা লিখেছিলেন। টানা পাখাগুলো সাহেব ও অভিজাতদের বাড়ির ঘরের সিলিং থেকে ঝুলত।

তবে বাস্টিড জানান, পর্তুগিজদের আগেও ভারতের মানুষ টানা পাখার সঙ্গে পরিচিত ছিল। তবে সেটি উত্তর ভারতে। মোগল আমলে টানা পাখার প্রচলন ছিল। সম্রাট শাহজাহানের ছেলে যুবরাজ দারা শুখোর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন ফরাসি পরিব্রাজক ও চিকিৎসক ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ে। তিনি পরবর্তীকালে সম্রাট আওরঙ্গজেবের দরবারের নিয়মিত সদস্য ছিলেন। বার্নিয়ের 'ট্রাভেলস ইন দ্য মোগল এম্পায়ার' বইয়ে এক মোগল অমাত্যের অন্দরমহলে টানা পাখা দেখার বর্ণনা পাওয়া যায়।

১৭৭৪ সালে স্থাপিত ক্যালকাটা সুপ্রিম কোর্টের বেঙ্গল ইনভেন্টরি অনুসারে, ১৭৮৩ সালের ৩ জুন মৃত্যুবরণ করা রিচার্ড বেরারের সম্পত্তির তালিকায় 'কাপড়ের পাখা'র উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে সে সময়ও টানা পাখার ব্যবহার ছিল সীমিত।

তথ্যসূত্রঃ ফ্যানিং দ্য ফরেনারস, রাফিয়া জাকারিয়া, পাংখা: দ্য হ্যান্ড অপারেটেড সিলিং ফ্যানস অব কলোনিয়াল ইন্ডিয়া, কৌশিক পাটোয়ারি , ইরাবতীর ইতিহাস: টানা পাঙ্খার গল্প, দামু মুখোপাধ্যায়

■ অগ্রদূত ডেস্ক

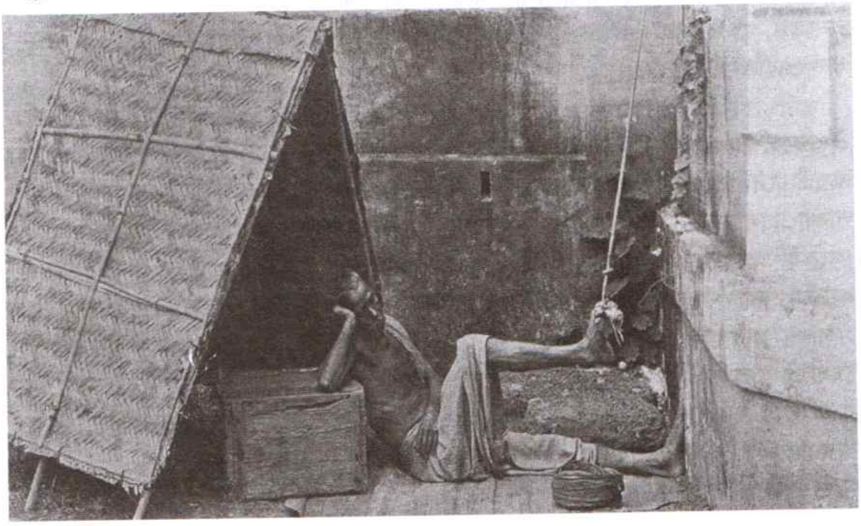

সাম্প্রতিক বিশ্ব

০১.০৭.২০২৩

বাংলাদেশ

- ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট কার্যকর।

আন্তর্জাতিক

- বৈশ্বিক সুদহার নির্ধারণের নতুন মানদণ্ড সোফর'-এর আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু।

০২.০৭.২০২৩

বাংলাদেশ

- বাংলাদেশ ব্যাংকের দ্বিতীয় নারী ডেপুটি গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন নূরুন নাহার।

০৩.০৭.২০২৩

বাংলাদেশ

- ২০২২ সালে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ী গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেজ সংক্ষিপ্ত সফরে বাংলাদেশে আসেন।

- বরিশাল, খুলনা, গাজীপুর, রাজশাহী ও সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত মেয়র ও কাউন্সিলরগণ শপথ গ্রহণ করেন।

০৪.০৭.২০২৩

বাংলাদেশ

- জাতীয় সংসদে 'সরকারি চাকরি (সংশোধন) বিল, ২০২৩' পাস।

- আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (ICC) প্রধান কৌসুলি করিম খান ৫ দিনের সফরে বাংলাদেশে আসেন।

আন্তর্জাতিক

- সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার (SCO) ২৩তম শীর্ষ সম্মেলনে নবম সদস্যপদ লাভ করে ইরান ।

- জাপানের ফুকুশিমা পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চুল্লির তেজস্ক্রিয় পানি সাগরে ছাড়ার ছাড়পত্র দেয় IAEA

০৫.০৭.২০২৩

বাংলাদেশ

- পদ্মা সেতুতে পরীক্ষামূলকভাবে ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) কার্যক্রম চালু।

- জাতীয় সংসদে 'এজেন্সি টু ইনোভেট (এটুআই) বিল, ২০২৩' পাস ।

০৬.০৭.২০২৩

বাংলাদেশ

- একাদশ জাতীয় সংসদের ২৩তম অধিবেশনের সমাপ্তি।

- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) ৭০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী।

- জাতীয় সংসদে 'শেখ রাসেল পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, রংপুর বিল, ২০২৩' পাস।

০৭.০৭.২০২৩

বাংলাদেশ ।

- আগারগাও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত পরীক্ষামূলক মেট্রোরেল চলাচল শুরু।

আন্তর্জাতিক

- অভিবাসীদের আশ্রয় দেওয়া নিয়ে জোট সরকারের মধ্যে অচলাবস্থার কারণে পদত্যাগ করার ঘোষণা দেন নেদার-ল্যান্ডসের প্রধানমন্ত্রী মার্ক রুটে।

০৮.০৭.২০২৩

আন্তর্জাতিক

- স্পেনপ্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য মাদ্রিদস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে ই- পাসপোর্ট কার্যক্রমের উদ্বোধন।

০৯.০৭.২০২৩

আন্তর্জাতিক

- উজবেকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত।

১০.০৭.২০২৩

বাংলাদেশ

- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জ্ঞানকোষ 'মুজিবপিডিয়া'র মোড়ক উন্মোচন করেন।

আন্তর্জাতিক

- বিচার বিভাগীয় সংস্কার প্রস্তাব বা বিলের ওপর ইসরায়েলের পার্লামেন্টে প্রথম দফার ভোটাভুটিতে বিলটি গৃহীত হয়।

১১.০৭.২০২৩

বাংলাদেশ

- বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে রুপিতে লেনদেন শুরু।

আন্তর্জাতিক

- লিথুয়ানিয়ার ভিলনিয়াস ন্যাটোর শীর্ষ সম্মেলন শুরু।

- ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় আসিয়ানের দু'দিনব্যাপী ৫৬তম পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন শুরু।

- সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা নেওয়ার ৯ বছর পর থাইল্যান্ডের স্বৈরশাসক প্রায়ুথ চান-ওচা রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়ার ঘোষণা দেন

১২.০৭.২০২৩

বাংলাদেশ

- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় নাবিক প্রশিক্ষণ ও এডিয়েশন সুবিধা সংবলিত ঘাঁটি বানৌজা শের-ই-বাংলা'র কমিশনিং করেন।

আন্তর্জাতিক

- সুইডেনে কুরআন পোড়ানোর ঘটনায় ধর্মীয় বিদ্বেষ ও গোঁড়ামি বিষয়ে টঘঐজঈ বৈষম্য, শত্রুতা ও সহিংসতা উদ্রেককারী ধর্মীয় ঘৃণার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শীর্ষক প্রস্তাব অনুমোদন করে।

১৩.০৭.২০২৩

বাংলাদেশ।

- ঢাকার খিলগাওয়ে দেশের বৃহত্তম পয়ঃশোধনাগার কেন্দ্র উদ্বোধন।

- সার্কের ১৫তম মহাসচিব হিসেবে নিয়োগ পান বাংলাদেশের গোলাম সারওয়ার।

আন্তর্জাতিক

- যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন (FDA) দেশটিতে প্রথমবারের মতো 'পিল' নামের

জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি অনুমোদন দেয় ।

১৪.০৭.২০২৩

আন্তর্জাতিক

- ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় আসিয়ানের আঞ্চলিক ফোরামের ৩০তম বৈঠক অনুষ্ঠিত।

- চন্দ্রযান-৩ উৎক্ষেপণ করে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ISRO)।

১৫.০৭.২০২৩

আন্তর্জাতিক ।

- যুক্তরাজ্যের প্রতিরক্ষামন্ত্রী নেন ওয়ালেস পদত্যাগের ঘোষণা দেন।

১৬.০৭.২০২৩

বাংলাদেশ

- সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে টি- ২০তে আফগানিস্তানকে ৬ উইকেটে হারিয়ে প্রথমবার টানা চারটি দ্বিপাকি টি-২০ সিরিজ জিতে বাংলাদেশ।

১৭.০৭.২০২৩

বাংলাদেশ

- মন্ত্রিসভার বৈঠকে 'সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) আইন, ২০২০' ও 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) ২০২৩- এর খসড়া চূড়ান্তভাবে অনুমোদন ।

আন্তর্জাতিক

- চীনের ওয়ানডং প্রদেশে শক্তিশালী টাইফুন 'তালিম' আঘাত হানে।

- জি-২০ ভুক্ত দেশসমূহের অর্থমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরদের দু'দিনব্যাপী সম্মেলন ভারতের গুজরাটের গান্ধীনগরে শুরু।

- জাতিসংঘ ও তুরস্কের মধ্যস্থতায় রশিয়া-ইউক্রেনের মধ্যে স্বাক্ষরিত শস্যচুক্তি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেকে সরিয়ে নেয় রাশিয়া

১৮.০৭.২০২৩

বাংলাদেশ

- সরকারি চাকরিজীবীদের বিশেষ প্রণোদনার প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

আন্তর্জাতিক

- ভারতের বেঙ্গালুরুতে ২৬টি বিরোধী দলের বৈঠকে 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টাল ইকুসিভ অ্যালায়েন্স (INDIA) নামে বিজেপি বিরোধী জোট গঠন।

- জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ বৈশ্বিক শান্তি ও নিরাপত্তায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সম্ভাব্য ঝুঁকি নিয়ে প্রথমবারের মতো বৈঠক করে।

- আন্তর্জাতিক সমুদ্র চলাচল সংস্থার (IMO) মহাসচিব নির্বাচিত হন পানামার আর্সেনিও আন্তোনিও ডমিনগেজ ভেলাস্কো।

১৯.০৭.২০২৩

বাংলাদেশ

- বাংলাদেশে প্রথম খবর পড়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির সংবাদ উপস্থাপক "অপরাজিতা'।

- পার্বত্য চট্টগ্রামের নতুন সশস্ত্র সংগঠন কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্টের (KNF) নেতাদের সঙ্গে অনলাইনে বৈঠক করেন জেলা পরিষদের উদ্যোগে গঠিত শান্তি প্রতিষ্ঠা কমিটির সদস্যরা।

২০.০৭.২০২৩

বাংলাদেশ।

- দেশের ১৬তম জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পায় বাংলাদেশের শীতলপাটি।

- আখাউড়া-লাকসাম সেকশনে নবনির্মিত ডাবল লাইন রেলপথে ট্রেন চলাচল উদ্বোধন।

- গণহত্যাসহ মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় পিরোজপুরের ভান্ডারিয়ার আব্দুল মান্নান হাওলাদারসহ চারজনের মৃত্যুদণ্ডের রায় দেয় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।

আন্তর্জাতিক

- নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ায় ৯ম ফিফা নারী ফুটবল বিশ্বকাপ শুরু ।

২১.০৭.২০২৩

আন্তর্জাতিক

-মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর প্রধান হিসেবে অ্যাডমিরাল লিসা ফ্রানচেত্তিকে মনোনয়ন দেন। -

২২.০৭.২০২৩

বাংলাদেশ

- নারী ওয়ানডেতে ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশের প্রথম সেঞ্চুরি করেন ফারজানা হক পিংকি।

আন্তর্জাতিক

-চীনের আঞ্চলিক প্রভাব ঠেকাতে অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে প্রথমবারের মতো যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন করে যুক্তরাষ্ট্র ।

২৩.০৭.২০২৩

বাংলাদেশ

- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের খাদ্যব্যবস্থা শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে তিন দিনের সরকারি সফরে ইতালিতে পৌছেন ।

আন্তর্জাতিক

- স্পেনে সাধারণ নির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত।

২৪.০৭.২০২৩

বাংলাদেশ

- বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন মোহাম্মদ নাজমুল হাসান।

- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বব্যাপী টেকসই, নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যব্যবস্থা নিশ্চিত করতে জাতিসংঘ খাদ্যব্যবস্থা সম্মেলনে পাঁচ দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

- বাংলাদেশ ৮৫তম দেশ হিসেবে গ্লোবাল স্কুল মিলস কোয়ালিশনে যোগ দেয় ।

আন্তর্জাতিক

- ইতালির রোমে তিনদিনব্যাপী জাতিসংঘের খাদ্যব্যবস্থা শীর্ষ সম্মেলন শুরু।

- লুজান চুক্তির ১০০ বছর পূর্তি ।

- ইসরায়েলের বিচার বিভাগে সংস্কার আনতে দেশটির পার্লামেন্টে বিতর্কিত বিল পাস ।

২৫.০৭২০২৩

অন্তর্জাতিক

- জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (FAO) সদর দপ্তরে বাংলাদেশ- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কক্ষ' উদ্বোধন ।

■ **আগ্রদূত ডেস্ক**

বাংলাদেশের চিফ স্কাউট হিসেবে দীক্ষা নিলেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন

ফটো গ্যালারী

বাংলাদেশের চিফ স্কাউট হিসেবে দীক্ষা গ্রহন শেষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন এর সাথে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি মোঃ আবুল কালাম আজাদ, প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, জাতীয় কমিশনার (সংগঠন) শেখ ইউসুফ হারুন, জাতীয় কমিশনার (গার্ল ইন স্কাউটিং) অধ্যাপক সুপ্রিয়া ভট্টাচার্য্য, জাতীয় কমিশনার (ফাউন্ডেশন) জনাব সাফিনা রহমান, নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) জনাব উনু চিং এবং পরিচালক (প্রশাসন) জনাব মোঃ রুহুল আমিন

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চিফ স্কাউট মোঃ সাহাবুদ্দিন এর সাথে স্কাউটিং বিষয়ক মতবিনিময় করছেন
বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি মোঃ আবুল কালাম আজাদ, প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড বিতরণ এবং প্লাস্টিক টাইড টার্ণারর্স চ্যালেঞ্জ ব্যাজ প্রদান অনুষ্ঠান

সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড বিতরণ এবং প্লাস্টিক টাইড টার্ণারর্স চ্যালেঞ্জ ব্যাজ প্রদান অনুষ্ঠান

ফটো গ্যালারী

স্পেশাল ইভেন্টস বিষয়ক জাতীয় ওয়ার্কশপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

স্পেশাল ইভেন্টস বিষয়ক জাতীয় ওয়ার্কশপের সমাপনী অনুষ্ঠান

ফটো গ্যালারী

কমলাপুর রেল স্টেশনে ঈদ যাত্রায় যাত্রীদেরকে রোভার স্কাউটদের সেবাদান কার্যক্রম

ফটো গ্যালারী

গাজীপুরে বৃক্ষরোপন অভিযান

রংপুরে বৃক্ষরোপন ও বিতরণ কার্যক্রম

হৃদরোগ আছে কি না পরীক্ষা করুন এক পায়ে দাঁড়িয়ে

স্কুলের শিক্ষকরা প্রায়ই শাস্তিস্বরূপ শিক্ষার্থীকে কান ধরে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকার আদেশ দেন। শিশু-কিশোরদের জন্য বিষয়টি সহজ হলেও প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য কিছুটা কঠিন। কারণ সবার পক্ষে কিন্তু এক পায়ে দাঁড়ানো সম্ভব নয়।

তবে যারা নিয়মিত শরীরচর্চা করেন কিংবা শারীরিকভাবে একদমই ফিট তাদের জন্য বিষয়টি হতে পারে সহজ। এক পায়ে দাঁড়ানোও কিন্তু একটি শরীরচর্চা। যা খুব সহজেই যে কোনো স্থানে যে কোনো কাজের ফাঁকেই আপনি করতে পারবেন।

একই সঙ্গে এক পায়ে দাঁড়ানোর মাধ্যমে আপনার কার্ডিওভাসকুলার স্বাস্থ্যেরও পরীক্ষা করতে পারবেন। আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের জার্নালে প্রকাশিত এক সমীক্ষা অনুসারে, কমপক্ষে ২০ সেকেন্ডের জন্য এক পায়ে দাঁড়াতে পারলে বুঝতে হবে আপনার হৃদযন্ত্রসহ সার্বিক স্বাস্থ্য ভালো আছে।

গবেষণায় ৮৪১ জন নারী ও ৫৪৬ জন পুরুষ অংশগ্রহণ করেন। যাদের গড় বয়স ছিল ৬৭ বছর। এক পায়ে দাঁড়ানোর সময় তারা চোখ খোলা রেখেছিলেন। তাদের পা উঁচু করে রাখার সর্বোচ্চ সময় ছিল ৬০ সেকেন্ড।

পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীরা যারা তাদের ভারসাম্য ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছিল তাদের হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের ঝুঁকি বেশি ছিল। তাই এই ভঙ্গির মাধ্যমে খুব সহজেই কিন্তু আপনি হৃদযন্ত্রের সুস্থতার পরীক্ষা করতে পারবেন।

গবেষণার প্রধান লেখক এবং কিয়োটো ইউনিভার্সিটি গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব মেডিসিনের সেন্টার ফর জেনোমিক মেডিসিনের সহযোগী অধ্যাপক ইয়াসুহারু তাবারার বলেন, এক পায়ে ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষমতা মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। এক পায়ে দাঁড়াতে যাদের সমস্যা হয় তাদের মধ্যে মস্তিষ্কের রোগ ও মানসিক স্বাস্থ্যের ঝুঁকি বেশি। তাবারা আরও জানান, হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের ঝুঁকি আছে কি না তা নির্ধারণ করার একটি সহজ উপায় হলো এই পরীক্ষা।

এক পায়ে দাঁড়ানোর স্বাস্থ্য উপকারিতাও অনেক। এটি ডিমেনশিয়া প্রতিরোধ করে। এক পায়ে অবস্থানের কারণে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভারসাম্য বজায় রাখা যায়। যা মানসিক ব্যাধি প্রতিরোধ করে। যারা এক পায়ে দাঁড়াতে সংগ্রাম করে তাদের ছোট রক্তনালির ক্ষতি হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে ও তাদের জ্ঞানীয় স্কোরও কম হয়।

এক পায়ে দাঁড়ানোর অভ্যাস আপনাকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে। এই ভঙ্গির কারণে আপনার কাঁধ প্রশস্ত হবে ও হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে। মানসিক স্বাস্থ্য ভালো আছে কি না তাও জানা যায় এক পায়ে দাঁড়ানোর মাধ্যমে। যদি আপনি একেবারেই এ ভঙ্গিতে দাঁড়াতে না পারেন কিংবা ভারসাম্য ধরে রাখতে না পারে তাহলে পারকিনসন্স রোগের ঝুঁকিও থাকতে পারে।

সূত্রঃ ব্রাইট সাইড/হার্ট.অর্গ/ফ্রাইডে ম্যাগাজিন

খেলাধুলা

রোনালদোর বিশ্ব রেকর্ড

প্রথম ফুটবলার হিসেবে আন্তর্জাতিক ফুটবলে ২০০ ম্যাচ খেলার ইতিহাস গড়েন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। ২০ জুন ২০২৩ অনন্য মাইলফলক ছোঁয়ার রাতে আইসল্যান্ডের বিপক্ষে শেষ সময়ে গোল করে দলকে জয় এনে দেন । আর সেদিনই গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস রোনালদোর হাতে তুলে দেয় বিশ্ব রেকর্ডের সনদ । এই তালিকার সেরা দশে থাকা নয়জনই এখন অবসরে । বর্তমান ফুটবলারদের মধ্যে লিওনেল মেসির ম্যাচ ১৭৫টি। ২০২২ সালে অবসর নেওয়া কুয়েতের বদর আল মুতাওয়া ১৯৬ ম্যাচ খেলে এতদিন এ রেকর্ডের মালিক ছিলেন । তবে মেয়েদের ফুটবলে সর্বোচ্চ ৩৫৪ ম্যাচ খেলার কীর্তি যুক্তরাষ্ট্রের ক্রিস্টিন লিলির ।

২০১৭ সালের পর প্রথমবারের মতো ফোর্বসের সবচেয়ে বেশি আয় করা অ্যাথলেটসের তালিকায় জায়গা পান ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো । ২০২৩ এর ১ মে পর্যন্ত করা এ হিসাবে এক বছরে রোনালদোর আয় ছিল ১৩ কোটি ৬০ লাখ ডলার । উপার্জনের এই অঙ্ক রোনালদোকে এবার গিনেস বুকেও জায়গা করে দিয়েছে । গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের পক্ষ থেকেও ২০২৩ সালে সবচেয়ে বেশি আয় করা খেলোয়াড়দের তালিকায় রোনালদোর সবার ওপরে থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে । এটি সব মিলিয়ে রোনালদোর ১৭তম গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস ।

গত মে মাসে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি উপার্জনকারী অ্যাথলেটদের নাম প্রকাশ

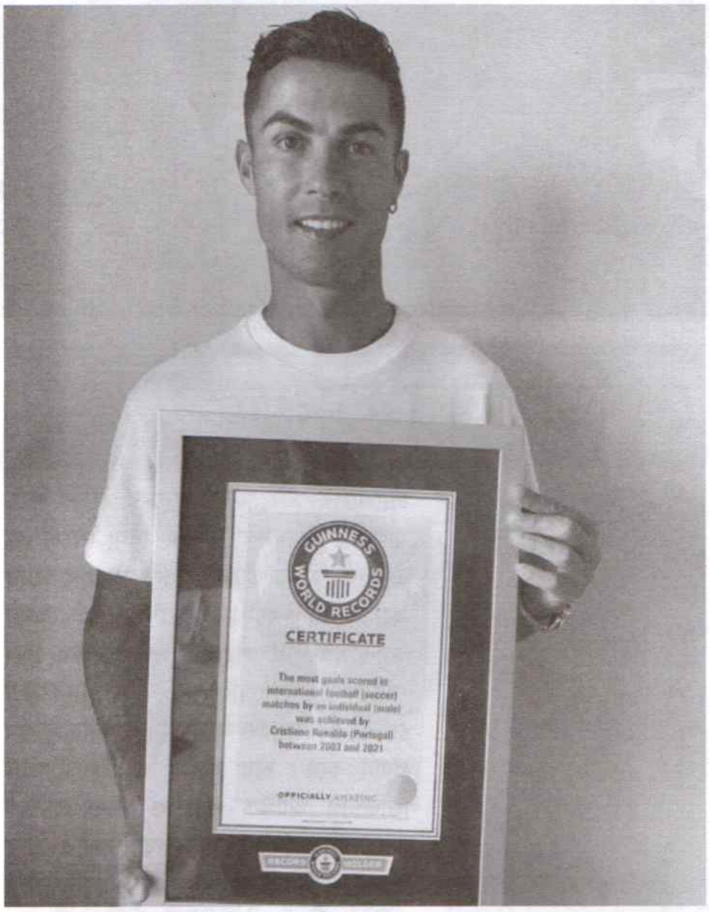

জানুয়ারিতে প্রায় দ্বিগুণ বেতনে সৌদি ক্লাব আল নাসরে যোগ দেন রোনালদো ।

এ ছাড়া নাইকির সঙ্গে চুক্তি এবং তাঁর নিজস্ব ব্রান্ড সিআর সেভেন থেকেও বেশ ভালো পরিমাণে আয় করেন পর্তুগিজ মহাতারকা । মাঠে রোনালদো যে ৪ কোটি ৫০ লাখ ডলার আয় করেন, তা আসে মূলত বেতন, প্রাইজ মানি এবং বোনাস থেকে। আর মাঠের বাইরের আয় আসে স্পনসরশিপ চুক্তি, দূত হিসেবে উপস্থিতিসহ বিভিন্ন খাত থেকে ।

রোনালদো ছাড়া শীর্ষ উপার্জনকারী ১০ খেলোয়াড়দের মধ্যে জায়গা পাওয়া অন্য দুই ফুটবলার হচ্ছেন মেসি ও কিলিয়ান এমবাপ্পে । তালিকায় দুজনেরই অবস্থান অবশ্য যথাক্রমে ২ ও ৩ নম্বরে । এক বছরে মেসির আয় করেছেন ১৩ কোটি ডলার। যেখানে মাঠ ও মাঠের বাইরে থেকে তাঁর আয় ৬ কোটি ৫০ লাখ ডলার করে। অন্যদিকে, এমবাপ্পের আয় ছিল ১২ কোটি ডলার, যেখানে ১০ কোটি ডলারই ফরাসি তারকা আয় করেছেন মাঠ থেকে।

■ আগ্রদূত ডেস্ক

করে ফোর্বস, যেখানে সবাইকে ছাড়িয়ে শীর্ষস্থান দখল করেন রোনালদো । এক বছরে মাঠ থেকে রোনালদোর আয় ছিল ৪ কোটি ৬০ লাখ ডলার এবং মাঠের বাইরে আল নাসর তারকার আয় দেখানো হয় ৯ কোটি ডলার, যা সব মিলিয়ে প্রায় ৬ বছর পর রোনালদোকে সবচেয়ে বেশি উপার্জনকারী অ্যাথলেটদের তালিকায় শীর্ষস্থান এনে দেয় । আর এটি ছিল রোনালদোর সব মিলিয়ে তৃতীয়বারের মতো শীর্ষ উপার্জনকারীর তালিকায় শীর্ষে ওঠার ঘটনা, যা এখন তাঁকে এনে দিয়েছে আরেকটি গিনেস ওয়ার্ল্ডস রেকর্ডসের স্বীকৃতি । নতুন এই গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস নিজের করার পথে রোনালদো পেছনে ফেলেছেন লিওনেল মেসিকে ।

২০২২ সালে সবচেয়ে বেশি আয় করা খেলোয়াড়দের মাঝে শীর্ষস্থান দখল করার পথে মেসির আয় ছিল ১৩ কোটি ডলার, যা সে সময় মেসিকে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে জায়গা করে দিয়েছিল । কিন্তু সেই স্বীকৃতি এক বছরের বেশি নিজের দখলে রাখতে পারলেন না বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন মহাতারকা । এমনকি মেসির বিশ্বকাপ জয়ের ঘটনাও আয়ের দিক থেকে রোনালদোকে টপকানোর জন্য যথেষ্ট হয়নি ।

সর্বশেষ রিয়াদে প্রদর্শনী ম্যাচে মুখোমুখি হন লিওনেল মেসিক্রিস্টিয়ানো রোনালদো রোনালদোর চূড়ায় ওঠার পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে তাঁর ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত । ২০২৩ সালের

স্মার্ট বাংলাদেশে ডিজিটাল ব্যাংক

নিত্যনতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে সমগ্র বিশ্বে অন্যান্য উৎস খাতের মতো আর্থিক খাতের সেবা প্রদানের পর এসেছে। বাংলাদেশের ব্যাংক এবং আর্থিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের প্রচলিত সেবা প্রদানের মধ্যে পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে এসে প্রযুক্তিনির্ভর আর্থিক সেবা প্রদানে আগ্রহী। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থিক অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে বিভিন্ন বিকল্প ডেলিভারি চ্যানেল, তথা মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (MFS) এবং অন্যান্য ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে আর্থিক সেবা প্রদানের জন্য ব্যাংক ও অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে অনুমতি দেয়। বাংলাদেশ সরকারের ঘোষিত লক্ষ্য 'স্মার্ট' বাংলাদেশ বিনির্মাণের উদ্দেশ্যে বিশ্বব্যাপী প্রচলিত তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবা জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে ক্যাশলেস বাংলাদেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ডিজিটাল ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে ব্যাংক ব্যবস্থার আইনি কাঠামো, দেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট, প্রযুক্তিনির্ভর ব্যাংক ব্যবস্থায় বাংলাদেশের এ বর্তমান অবস্থান ইত্যাদি বিষয়গুলো বিশ্লেষণপূর্বক "ডিজিটাল ব্যাংক স্থাপনবিষয়ক গাইডলাইনস' প্রণয়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল ১ জুন ২০২৩ জাতীয় সংসদে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃ তায় ডিজিটাল ব্যাংক চালুর ঘোষণা দেন ।

ডিজিটাল ব্যাংক:

ডিজিটাল ব্যাংক বলতে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে পরিচালিত ব্যাংককে বোঝায়। এটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন এবং অন্যান্য ডিজিটাল চ্যানেলের মাধ্যমে গ্রাহকদের সেবা দিয়ে থাকে। ডিজিটাল ব্যাংক বিনা শাখা বা ঐচ্ছিক কাগজপত্রিক পদ্ধতিতে গ্রাহকদের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পাদন, যেমন অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স চেক, অর্থ স্থানান্তর, বিল পরিশোধ, ঋণ আবেদন, নতুন অ্যাকাউন্ট খোলা এবং আরও অনেক কিছু করার সুযোগ প্রদান করে। ব্যয় সাশ্রয়ী ও উদ্ভাবনীমূলক ডিজিটাল আর্থিক পণ্য ও সেবা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিকট সহজলভ্য করার জন্য ডিজিটাল ব্যাংকে অনলাইন প্রযুক্তিনির্ভর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মেশিন লার্নিং, ব্লকচেইন এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের অন্যান্য অগ্রসরমান প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়।

প্রচলিত ব্যাংকের সাথে পার্থক্য:

প্রচলিত ব্যাংক সময় নির্ভর, অনেক সেবার জন্য সশরীরে যেতে হয়। ঋণ নেওয়া, আমানত খোলা, স্টেটমেন্ট নেওয়ার জন্য অনেক সময় ব্যাংকে যেতে হয়। সেখানে গিয়ে কাগজপত্রে স্বাক্ষর করতে হয়। ডিজিটাল ব্যাংকের কোনো শাখা, উপশাখা বা সশরীরে লেনদেনের কোনো ব্যবস্থা থাকবে না। প্রচলিত, ব্যাংকগুলোতে এখনো অর্থ লেনদেন, হিসাব দেখার মতো কিছু সেবা ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে করা হয়। কিন্তু নতুন ডিজিটাল ব্যাংকে সকল কাজ হবে প্রযুক্তি নির্ভর। শুধু মোবাইল, কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট ব্যবহার করেই ডিজিটাল ব্যাংকের সেবা পাওয়া যাবে। অর্থাৎ সকল বিষয় হবে ভার্চুয়ালি।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

হাসতে নাকি জানেনা কেউ

কৌতুক

০১. আদরের ছেলে কিছুতেই পড়তে বসছে না। বাবা বুদ্ধি করে তাকে একটা পয়সা দিয়ে বললেন, 'এটা দিয়ে টস করো, তারপর 'টসভাগ্য' দেখে অন্তত পড়তে বসো।'
ছেলে পয়সাটা হাতে নিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, পয়সাটা আমি ওপরে ছুঁড়ে দিচ্ছি। যদি 'হেড' ওঠে তাহলে মামার সঙ্গে বাইরে ঘুরতে যাব। যদি 'টেল' ওঠে তাহলে ভিডিও গেম খেলতে বসব। আর যদি পয়সাটা ওপর থেকে আর নিচে ফিরে না আসে তাহলে পড়তে বসব।

০২. একবার কোনো এক জনসভায় এক নেতার বক্তৃতা শুনে তার প্রতিপক্ষ দলের এক মহিলা বিরক্ত হয়ে মন্তব্য করলেন, 'যদি ওই ভদ্রলোক আমার স্বামী হতেন তাহলে ওকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতুম!'
নেতা ভদ্রমহিলার ওই কথাটি শুনতে পেলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে তাকিয়ে মৃদু স্বরে বললেন, 'ম্যাডাম, আমার স্ত্রী যদি আপনার মতো হতেন আমি নিজেই বিষ খেয়ে মরে যেতাম!

০৩. ক্রেতা: আরে ভাই, এটা কী তালা দিয়েছেন, সারা দুনিয়ার চাবি ঢুকালেই খুলে যায়! এমনকি সেফটিপিন ঢুকালেও খোলে!
বিক্রেতা: তাহলে ভাই এই তালাটা নেন, আর সমস্যা হবে না।
ক্রেতা: এটা ভালো তো?
বিক্রেতা: ভালো মানে? এই তালা একবার মারলে এটার নিজের চাবি দিয়াও খোলা যায় না!

০৪. এক সকাল বেলা এক লোকের 'মাগনা গরু, মাগনা গরু, মাগনা গরু' চিৎকারে সবাই তড়িঘড়ি করে ছুটে এলো- কী ব্যাপার, দেখার জন্য। সবার সামনে সে একইভাবে চিৎকার করে চলেছে- 'মাগনা গরু, মাগনা গরু, আস্ত, জ্যাতা, তারতাজা গরু, একেবারে মাগনা।' তখন সবাই ধরল 'কোথায় পাওয়া যায় মাগনা গরু' আমরা আনব। চলেন সবাই।
লোকটি তখন আস্তে আস্তে বলে 'গরু ঠিকই মাগনা দেবে, তবে সেটা আনতে হবে সৌদি আরব থেকে।'

০৫. এক ছেলে জামগাছের পাশে একটি গোলাপ গাছের চারা লাগাচ্ছে। তা দেখে পথিক জিজ্ঞেস করল, কী খোকা, জামগাছের পাশে গোলাপ ফুলের চারা লাগাচ্ছ, কী ব্যাপার?' খোকা চট করে উত্তর দিল, 'পেগোলাপ জাম খাব তো, তাই জামগাছের পাশে গোলাপের চারা লাগাচ্ছি!'

০৬. দুই পাগলের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়েছে আকাশের সূর্য নিয়ে। এক পাগল বলল, 'ওটা আগুনের গোলা! আরেক পাগল বলল, 'না, ওটা চাঁদ!' তাদের ঝগড়া শেষ পর্যন্ত মারামারিতে গিয়ে ঠেকল। এমন সময় সেখানে এক পথচারী এসে হাজির হল। দুই পাগলই পথচারীকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা বল তো, ওটা কি আগুনের গোলা, না আকাশের চাঁদ?'
পথচারী একটু চুপ করে থেকে মাথা চুলকে বলল, 'আমি তো এই পাড়ায় থাকি না, তাই ঠিক বলতে পারছি না!'

০৭. কর্মচারী : জানেন বস, আমাদের পিয়নটা খুবই বোকা!
বস : তাই নাকি? তা কী করল সে?
কর্মচারী : বোকাটাকে বললাম, আমি অফিসে এসেছি কিনা তা আমার স্ত্রীর কাছ থেকে জেনে নিতে। সে করল কী, দৌড়ে আমার বাসায় চলে গেল!
বস : আসলেই আপনি ঠিক বলেছেন।
কর্মচারী : আরে বোকা, এর জন্য বাসায় দৌড়াতে হয় নাকি! আমার বউকে ফোন দিলেই হয়, আমি অফিসে এসেছি কিনা!

প্রখ্যাত সাহিত্যিক মার্ক টোয়েনের জীবনে ঘটে যাওয়া মজার ঘটনাবলী

কৌতুক

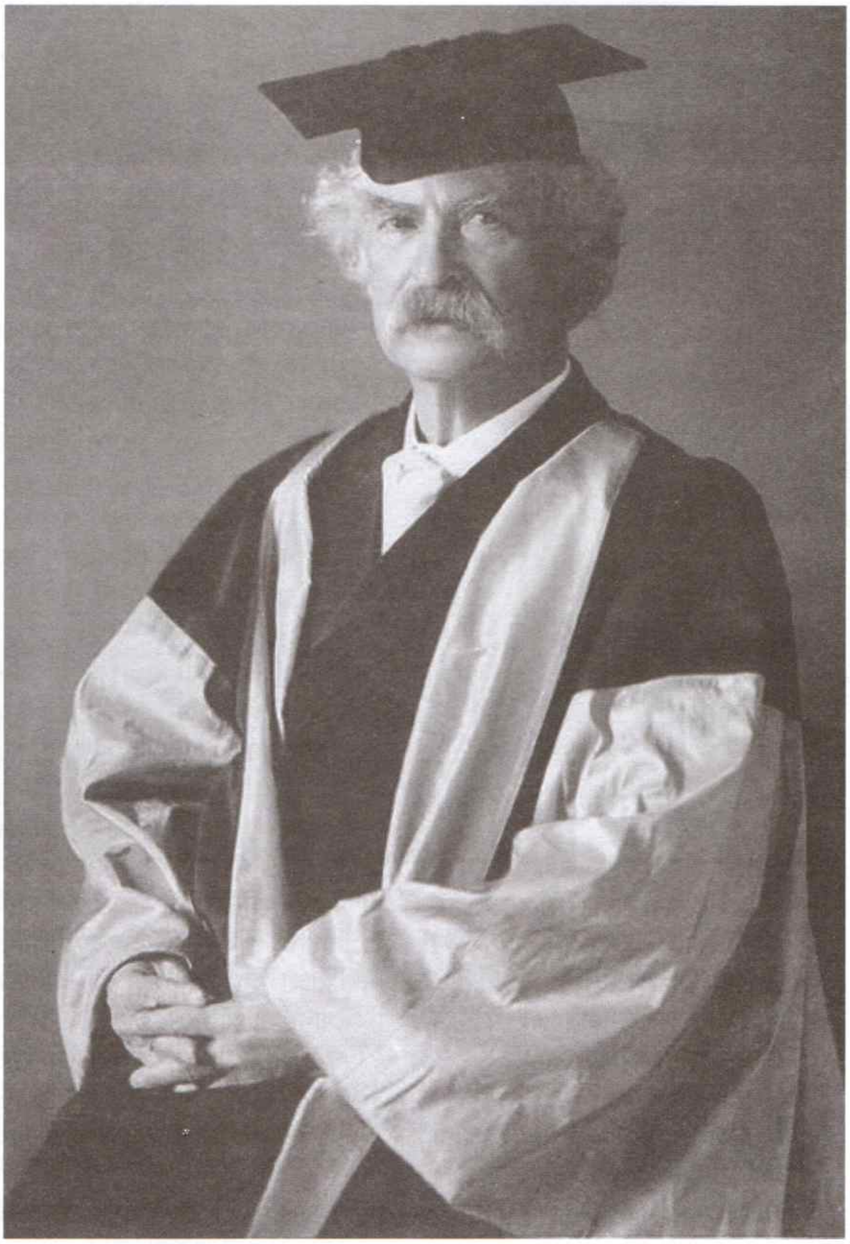

প্রখ্যাত ইউএস সাহিত্যিক মার্ক টোয়েন আসলে একটি ছদ্মনাম। সাধারণ অর্থে মার্ক শব্দের অর্থ আমরা জানি চিহ্নিত করা। আর টোয়েন শব্দটির উৎপত্তি টু শব্দ থেকে। যার অর্থ দুই। এটি নাবিকদের মধ্যে প্রচলিত এক শব্দযুগল। এক বিশেষ পরিমাপ যা ফ্যাদম বা জলের গভীরতাসূচক। দুই ফ্যাদম অর্থাৎ বারো ফুট জলতল মিসিসিপি নদীতে নৌকা চলাচলের জন্য নিরাপদ। সেখানে নিমজ্জিত বা লুকোনো কোনও পাথর বা পাহাড় নেই। নাবিকদের জীবন এবং কর্মে এই জলতল মেপে চলা প্রায় সর্ব সময়ের কাজ। নদী, নৌকা এবং নাবিক-জীবনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লেখক স্যামুয়েল ল্যাংহর্ন ক্লিমেন্স তাই তাঁর অতি-পরিচিত মার্ক টোয়েন শব্দ দুটিকে বেছে নিলেন লেখক-জীবনের ছদ্মনাম হিসাবে।

তাঁর জন্ম ১৮৩৫ সালে, মৃত্যু ১৯১০ সালে।

ঘটনা: ০১

মঞ্চ অভিনেতা হেনরি আরভিং ও মার্ক টোয়েন খুব ভালো বন্ধু ছিলেন। একবার হেনরি একটা মজার গল্প বলছিলেন মার্ক টোয়েনকে। গল্পের মাঝখানে থেমে গিয়ে হেনরি জিজ্ঞেস করলেন, 'মার্ক, গল্পটা তুমি আগে শোনোনি তো? শুনলে বলো। আমার সময় নষ্ট কোরো না।'

মার্ক টোয়েন বললেন, 'না, শুনিনি। তুমি বলো। হেনরি বলতে শুরু করলেন। বলতে বলতে কিছুক্ষণ পর আবার থেমে গেলেন। ভ্রু কুঁচকে তাকালেন টোয়েনের দিকে।

বললেন, 'সত্যি করে বলো, তুমি গল্পটা শুনেছো?'

টোয়েন আগের মতোই বললেন, না, তুমি বলো।

গল্পের একেবারে শেষ পর্যায়ে গিয়ে আবারও থেমে গেলেন হেনরি। উফ! এত মজার একটা গল্পের ব্যাপারে তোমার কোনো আগ্রহই দেখছি না। সত্যি করে বলো, গল্পটা শুনেছ?

এবার মার্ক টোয়েন বললেন, 'দেখো, বন্ধুত্বের খাতিরে আমি একবার মিথ্যা বলতে পারি। দুবার মিথ্যা বলতে পারি। কিন্তু তিনবার পারি না। গল্পটা আমি শুনেছি। শুধু তাই না, গল্পটা আমারই লেখা!

ঘটনা:০২

একবার তার এলাকার এক ব্যাংকের কর্মকর্তার একটি চোখ নষ্ট হয়ে গেল। তিনি একটি পাথরের চোখ লাগালেন। সেই চোখটি এত নিখুত ছিল কেউ ধরতে পারত না কোনটা নকল চোখ।

মার্ক টোয়েন একবার ঐ ব্যাংকে টাকা উঠাতে গেলে ঐ কর্মকর্তা মজা করার জন্য মার্ক টোয়েনকে বলেন- আপনি যদি বলতে পারেন আমার কোন চোখটা নকল তবে আমি আপনাকে টাকা দেব।

মার্ক টোয়েন কিছুক্ষণ লোকটির চোখের দিকে তাকিয়ে বলেন- আপনার বাম চোখটা নকল। লোকটি বিস্মিত হয়ে জানতে চাইলো, কীভাবে বুঝলেন?

মার্ক টোয়েন উত্তর দিলেন, কারণ আপনার বাম চোখের মাঝেই এখনো দয়া ও করুণার কিছু আভা দেখা যাচ্ছে

■ অগ্রদূত ডেস্ক

বৈদ্য

প্রারম্ভিক কথা

ব্রিটিশ-ভারতের ঢাকার প্রথম সিভিল সার্জন ছিলেন ডা. জেমস নরটন ওয়াইজ। কত সাল থেকে কত সাল সেটা নিশ্চিত করে জানা সম্ভব হয়নি। তবে ড. শরিফউদ্দিন আহমেদ থেকে জেমস ওয়াইজ কর্তৃক ১৮৬৬ সালে ও ১৮৬৮ সালে ঢাকার দুটি রিপোর্টের কথা জানা যায়। যেখানে তৎকালীন ঢাকার পেশার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। জেমস ওয়াইজের লেখা 'নোটস অন রেসেস, কাস্টম অ্যান্ড ট্রেডস অফ ইস্টার্ণ বেঙ্গল' বইটি লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয় ১৮৮৩ সালে। কাজেই ধরে নেয়া যায় আঠারো শতকের ষাটের দশকে জেমস ওয়াইজ ঢাকার সিভিল সার্জন ছিলেন।

জেমস ওয়াইজের লেখা বইটির মাত্র বারো কপি ছাপা হয়েছিল বলে জানা যায়। ২০০০ সালে বইটি ফওজুল করিমের অনুবাদে অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনের ভূমিকা, সম্পাদনা ও টীকাসহ 'পূর্ব বঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ' নামে প্রকাশিত হয়।

জেমস ওয়াইজের লেখা থেকে তৎকালীন ঢাকার প্রায় দুই শত'র অধিক পেশার তথ্য পাওয়া যায়। বিচিত্র সব পেশা ছিল সেই সময়ের ঢাকা বা পূর্ব বঙ্গে। পূর্ব বঙ্গ তো বটেই তৎকালে বর্তমান ভারতের ত্রিপুরা, আসামও ঢাকার কর্তৃত্বের মধ্যেই ছিল। কাজেই ঢাকার ইতিহাসকে বাংলাদেশের ইতিহাস ধরে নেয়া অযৌক্তিক হবে না।

ডা. জেমস ওয়াইজের ঢাকার পেশাগুলোর শেকড়সন্ধান করা হয়েছে এই লেখায়। এর মানে হলো ওয়াইজের বর্ণনা ও পরবর্তীতে যারা বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করেছেন তাদের বর্ণনা এবং শেষমেশ ঐ পেশার বর্তমান কী অবস্থা। এই হলো লেখাগুলোর বিষয়বস্তু।

'পূর্ববঙ্গের একটি সম্ভ্রান্ত জাত হল বৈদ্য। এদের স্থান বৈশ্যের পরে আর কায়েতের আগে। বাংলা বিহারের বাইরে বৈদ্য নেই। শাকদ্বীপের ব্রাক্ষণরাও চিকিৎসক। বৈদ্য জাতের উদ্ভবের বিষয়ে জানা যায় না।

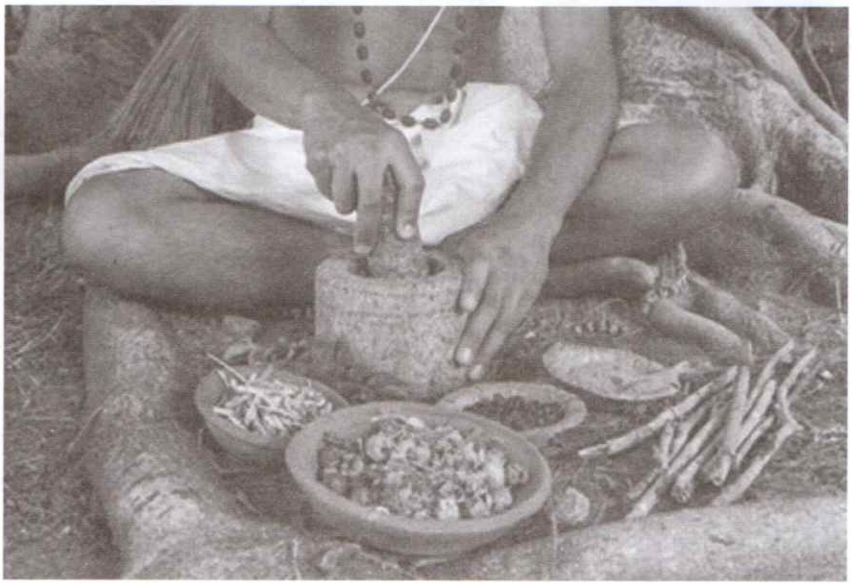

তবে, এই জাতের উদ্ভব সম্বন্ধে হিন্দুদের প্রচলিত ধারনা হল এই, আম্বা নামে এক কুমারী তরুনী নদীর ঘাট থেকে জলভরা কলসী কাঁখে ফিরছিল। পথে দেখা হল মুনির সাথে। মুনি জল পান করতে চাইলো। অম্বা মুনি ঋষিকে জল পান করালে মুনি সন্তুষ্ট হয়ে বর দান করেন " অনেক সন্তানের মা হবে তুমি।" স্মিথ হেসে অম্বা বলল " আমি তো কুমারী, মা হব কেমন করে?" বর দেয়ার পর তো ফিরিয়ে নেয়া যায় না। মুনি তাকে এক আঁটি খড় আনতে বললেন। মুনির ইচ্ছায় খড়ের আঁটিটি রুপান্তরিক হলো একটি শিশুসন্তানে। সন্তান নিয়ে কুমারী ঘরে ফিরতে পারে না। হতবুদ্ধি হয়ে গেলো সে। মুনি একজন ব্রাক্ষণকে আনালেন এবং তরুনীকে বিয়ে দিলেন তার সাথে। মুনির কাছেই থাকতে লাগল মেয়েটি। এই অসাধারণ ছেলেটির নাম অমৃত আচার্য। গল্পে মুনি ছেলেটিকে চিকিৎসা শাস্ত্র বা আর্য়ুবেদ শেখাতে লাগলেন। বলা হয় অম্বার আরও কয়েকজন সন্তান হয়। তার মধ্যে একজনের নাম অম্বষ্ঠি। পলব মুনি তাকে আর্য়ুবেদ বা চিকিৎসা শাস্ত্র বিজ্ঞান শেখালেন। ফলিত চিকিৎসাবিদ্যার জনক বলা হয় আম্বাকে।

ডা. জেমস নরটন ওয়াইজ থেকে এই জানা যায়। তবে এর আছে নানা শাখা প্র-শাখা। ওঝা'রা তেমনই একটি। 'রোমান ওঝাদের বলা হত হ্যারাসপেকস। ল্যাটিন শব্দ ভাষায় পেট-এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত শব্দ থেকে এ রকম নামকরণ। ভারতীয় ওঝাদেরও নামকরণ ওই রকম। "ওঝা" মানে হল পেট। রোমান ও ভারতীয় ওঝা উভয়ই রোগীর পেট পরীক্ষা করতেন তাই এ ধরনের নাম। আজকাল এ বিদ্যা বিলুপ্তপ্রায়। যে কজন আছেন, তারা মানুষকে বোকা বানাবার জন্য যার যার মত পদ্ধতি প্রয়োগ করে রোগীর নিরাময়ের ব্যবস্থা করেন।

মুসলমান ওঝা দুআতি নামে পরিচিত। আর ওঝা যদি হয় হিন্দু, তাহলে তাকে বলা হবে ওঝা রোঝা, নয়তোবা গুনিন।' তবে

এখনকার চিত্র ভিন্ন।

ঢাকা শহরে কত কিছুই না আছে। এই কথাটা এখন যেমন সত্য, সেই প্রাচীনকালেও তেমনই সত্য ছিল। প্রতিদিন নতুন নতুন ঘটনার জন্ম দিয়ে চলেছে ঢাকা। ঢাকার সে-সব ঘটনার সাক্ষী হতে এখানে এসেছে চীন-জাপান থেকে শুরু করে পারসী, মগ, আর্মেনীয় জাতি। যুগে যুগে তাই নানা মতের সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ হয়েছে ঢাকার সমাজ-ব্যবস্থা। সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কিছু প্রথা ঢাকার বৈচিত্র্য বাড়িয়েছে। সমাজ গঠনে এসব পদ্ধতি কতটা ভূমিকা রেখেছে, তা নিয়ে মতভেদ আছে। এমনি একটি প্রথা বৈদ্য।

বৈদ্য শব্দের অর্থ কবিরাজ বা ডাক্তার। দেবাসুরের সমুদ্র মন্থনকালে ধন্বন্তরীর জন্ম হয় এবং বৈদ্যরা তাঁর উত্তর পুরুষ। অন্য মতে ধন্বন্তরীর জন্ম হয় জনৈক মুনির বৈদিক মন্ত্র জপের মাধ্যমে খড়ের গাদা থেকে, তাই তিনি বৈদ্য নামে পরিচিত হন। সিন্ধু তীরে অম্বষ্ঠ নামে এক জায়গায় ছিল তাদের বসবাস। সেখান থেকে বৈদ্যদের একটি দল ভারতে এবং অন্য একটি দল বাংলায় এসে বসতি স্থাপন করেন।

ব্রিটিশ আমলে কিংবা নবাবী আমলে কিন্তু রাজবৈদ্য ছিল। হুমায়ুনের মৃত্যুশয্যায় বাদশা বাবরের জীবন দিয়ে হুমায়ুনের জীবন প্রাপ্তি বৈদ্যর পরামর্শেই হয়েছিল। ঢাকার নবাবী আমলেও রাজ দরবারে একমাত্র বৈদ্যরাই নির্বিঘ্নে প্রবেশাধিকার পেতেন। বৈদ্য হিন্দু জমিদারদের চিকিৎসা পরামর্শক সভাসদ আর মুসলমানদের চিকিৎসা পরামর্শক সভাসদ ছিলেন কোবরেজ বা কবিরাজ। তবে প্রচলিত অর্থে কবিরাজ আর বৈদ্যের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। কবিরাজ গাছ-গাছালির সহায়তায় চিকিৎসা করত আর বৈদ্য গাছ-গাছালির সঙ্গে ঝাড়-ফুঁক দিয়ে চিকিৎসা করত যাকে দারু-ফুঁক বলা হয়।

উন্নত চিকিৎসা-পদ্ধতি তখনো এই সমতটে পরিচিত না হওয়ার কারণে। সেই সময় বৈদ্য ছিল এই সমতটের একমাত্র অবলম্বন। নবাববাড়ির অন্দর মহল থেকে গাজীপুর জঙ্গলে সমানভাবে প্রযোজ্য ছিল। সেই সময়ের জঙ্গলাপূর্ণ ঢাকায় সাপ-ভূতের উৎপাত কমাতে, পেটের পীড়া কিংবা বাতাসলাগা ছাড়াতে প্রতি মহল্লাতেই ওঝা-বৈদ্য পেশাজীবী শ্রেণি গড়ে উঠেছিল, এখনকার ডাক্তারের মতো। এরা আবার কামরূপ-কামাক্ষ্যা থেকে কেউ কেউ দীক্ষা নিয়ে আসতেন। কামরূপ-কামাক্ষ্যা থেকে দীক্ষা নিয়ে আসা বৈদ্যদের আলাদা কদর ছিল। এখনকার আমেরিকা-ইউরোপ থেকে ইন্টার্নি করে আসা ডাক্তারের মতো। বৈদ্যরা সমাজের মর্যাদাপূর্ণ জায়গা দখল করে ছিল এক সময়। সব মহল্লাতেই ছিল বৈদ্যদের বসবাস। যে মহল্লায় বৈদ্য ছিল না, সেখানে অন্য এলাকা থেকে এসে রোগীদের খোঁজখবর নিত বৈদ্যরা। এদের কাজ ছিল পেটের পীড়া, শরীর গরম, বাতাস লাগা, স্বামী-স্ত্রীর বনিবনা থেকে শুরু করে বাটি চালান দেয়া, আয়না পড়ানো, চোর ধরা, সংসারের আয়-উন্নতির ব্যবস্থা করাসহ বিভিন্ন তুঘলকি কাণ্ড-কীর্তি করা। এই কাজে তারা তেলেসমাতির প্রয়োজনে নানা শ্লোক ব্যবহার করতেন, যেমন –শনি মঙ্গল যদি অমাবস্যায় পায়।

গাছের হিয়র তুলে আনি অসুদ বানায়।

যুবতী নারীর লাগে ঝোঁড়ার আগার চুল।

আর লাগে বাসি বিয়ার মুকুটের ফুল।
আঙুলের নোক আর অঞ্চলের কোনা।
এসব জিনিস দিয়া করে দারুটোনা।

অবিশ্বাস্য শোনালেও সতের শতকেও ঢাকার আশপাশের বনাঞ্চলে বেশ কিছু বাঘ এবং অসংখ্য চিতাবাঘ ছিল। যদিও ঢাকার অধিকাংশ বাসিন্দা বিশাল, রোমশ, ডোরাকাটা নিশাচর, আলসে, মুখচোরা প্রাণীটির দর্শনের চেয়ে রাতের আঁধারে ভেসে আসা বাঘের গর্জনের সঙ্গেই বেশি পরিচিত ছিলেন। তার চেয়ে হালকা, সরু গড়নের ফোঁটা ফোঁটা দাগওয়ালা চিতাবাঘের সঙ্গেই বরং মানুষের মোলাকাত বেশি হতো যারা কিনা মাঝে মাঝেই দিনের বেলাতেই গৃহপালিত কুকুর, ছাগল ইত্যাদি শিকার করত। মানুষ সাধারণত বাঘ এবং চিতাবাঘের পার্থক্য করতে পারত না, তাই উভয়ের নামই ছিল বাঘ। বাঘের গল্প প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে চলে আসত অব্যাহ-তভাবে, ভূতের গল্পের মতো তা মানুষের মনে রোমাঞ্চ সৃষ্টি করে যেত। প্রাচীন নগরীর সব বাসিন্দাই সেই দুই ধরনের গল্প জানতেন। বনের বাঘের চেয়ে গল্পের বাঘই মানুষের মনে বেশি ভীতির উদ্রেক করত। তবে সব গল্পই পুরোপুরি আষাঢ়ে নয়। সেই সময়ে বাঘ কেবল সুন্দরবনে আবদ্ধ ছিল না, সারাদেশেই ছড়িয়ে ছিল। মানুষ এবং বাঘের মুখোমুখি হওয়া খুব বিরল কিছু ছিল না। পুলিশের সেই সময়কার খাতা ঘেঁটে দেখা গেছে ১৮৩৭ সাল পর্যন্তও ঢাকায় প্রতি বছর কমপক্ষে একজন মানুষ বাঘের হাতে নিহত হয়েছে। বাঘ, ভূত-প্রেত আর দারুটোনা বিতরণের প্রয়োজনে তাই সতের শতকে বৈদ্য খুব প্রয়োজনীয় ছিল ঢাকায়। তবে এই উনিশ শতকে এসেও পত্রিকার পাতায় সেদিনও ওঝার বিজ্ঞাপন দেখা যেত। সাপের মণি দিয়ে চিকিৎসা করানোর কথা বলা হতো সেসব বিজ্ঞাপনে। মোনা-মোনি দিয়ে সংসার জোড়া লাগানোর কথা বলা হতো। মানুষের অশিক্ষাকে পুঁজি করে অপরিচিত রোগকে জিন-ভূতের আছর বলে দারুটোনা দিতেন বৈদ্যরা। পত্রিকার পাতায় বিজ্ঞাপন না এলেও এখনো ঢাকায় বৈদ্যরা বহাল-তবিয়তেই আছেন এই ডিজিটাল এক বিশ্বের যুগে। একটু চোখ খুললেই চোখে পড়ে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে ঘুমাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত যতটুকু অবলোকন করা যায়, আমরা মনে করি এতটুকুই ঢাকা। এর বাইরে আমাদের অনুপস্থিতিতে আবার কখনো আমাদের গোচরেও অনেক কিছু ঘটে। যেমন মিরপুর বস্তি এলাকায়, রায়েরবাজার, বাসাবো, যাত্রাবাড়ী এলাকায় প্রতিদিন খুব সকালে বসে কিছু বৈদ্য বা ওঝা। জন্ডিসের চিকিৎসা করতে এরা হাত ও মাথা ধুইয়ে দেয়। এরা দাবি করে এতে করে জন্ডিস ভালো হয়ে যায়। প্রযুক্তি আর বিজ্ঞানের এই যুগের ঢাকা শহরে যুক্তিহীন অনেক ঘটনা ঘটে। এসব যে পুরোপুরি বিফল তাও কিন্তু বলা যায় না। যদি বিফলই হবে এত মানুষ কেন তবে আসে? মাথা ধুইয়ে যে জন্ডিস ভালো হয় রোগীরাও কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করেন। বিশ্বাস না করলে তো এত মানুষ তাদের কাছে আসত না।

দয়াগঞ্জ বাজারের রেললাইন ঘেঁষে মানুষের বড় একটা লাইন। এত ভোরবেলা লাইন কিসের? শিশু, বুড়ো, তরুণী সব বয়সী মানুষই আছে। এগিয়ে চোখে পড়ল, চৌকিতে বসে লাল পরিধান গায়ে একজন হাসতে হাসতে কথা বলছেন। তার সামনে চৌকি পাতা। লাইন থেকে একজন গিয়ে বসছে চৌকিতে। একটা চামচে চুনের মতো কী একটা নিয়ে হাতে দিয়ে বিড়বিড় করে কী যেন বলছেন লোকটি। তারপর প্লাস্টিকের বদনা থেকে পানি ঢালছেন মাথায়। একজন উঠে যাচ্ছে আবার আরেকজন বসছে।

মাত্র মাথা ধুয়েছে আছমা বেগম, বয়স ৩০। জানা গেল এসেছেন শ্যামপুর থেকে। বললেন, 'অন্নেকদিন দইরা মাথা গুরায়, চোখ লাল হইয়া থাকে। এর লেইগ্গা আমার শাশুরি এই খানে লইয়া আইছে। মাথা ধোয়াইলেই নাকি ঠিক অইয়া যাইব।' আক্কাস মিয়া (বয়স ৭০), নিলা আক্তার (বয়স ৯), বিল্লাল হোসেন (বয়স ১৮)-এর মতো আরো অনেকেই এসেছেন জন্ডিস রোগ থেকে সেরে উঠতে মাথা ধোয়াবেন বলে। সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে আক্কাস মিয়া এসেছেন দিনাজপুর থেকে। অনেক দিন হয় জন্ডিসে ভুগছেন। ঢাকায় চাকুরে ছেলে নিয়ে এসেছেন এখানে চিকিৎসার জন্য।

মাথা ধোয়াতে রোগ সারে কিনা জানতে চাইলে, জুরাইনের কমলিনী বলেন, দশ টাকা তো কত জায়গায় চলে যায়। দশ টাকা দিয়ে মাথা দোয়াইলে যদি একদিনের জন্য ভালো লাগে এইডাই খারাপ কী?

সমস্ত ঢাকায় আছে এমন টোটকা বৈদ্য। সায়েদাবাদের গোলাপবাগ থেকে নতুন রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকলে সায়েদাবাদ ব্রিজ পার হয়ে দয়াগঞ্জ রেলব্রিজ পর্যন্ত গেলে কম করে হলেও ৮ থেকে ১০ জন মাথা ধোয়ানোর বৈদ্য চোখে পড়বে। এদের কয়েকজনের নামও জানা গেল : ইসলামিয়া হাসপাতালের সামনে বসেন ইয়াসমিন বেগম। সায়েদাবাদ ব্রিজের পূর্বপাশে বসেন খবির মিয়া। দয়াগঞ্জ মোড়ে বসেন লাল মিয়া। আর ব্রিজের পাশে ইসমাইল মিয়া। এখানে যারা বসেন সবারই আছে নাম-ডাক। সবার সামনেই দেখা যাবে দু-একজন রোগী। যারা কিনা মাথা ধোয়াতে এসেছে। তবে রেলব্রিজের পাশে বসা ইসমাইল মিয়ার সামনে প্রতিদিন থাকে রোগীর উপচে পড়া ভিড়। সকাল ৯টার দিকে রোগী দেখা শেষ হলে কথা হলো ইসমাইল মিয়ার সঙ্গে।

সরকারের অনুমতিবিহীন ব্যাবসা কেন করছেন–এমন প্রশ্নে সুফিয়া নামের একজন জন্ডিসের ডাক্তার বলেন, 'সরকার সব কিছু জানে এইডা ঠিক না। অনেক কিছু আছে জনগণ সরকারের থেইক্কা বেশি জানে। জাহেরি ছাড়াও বাতেনি কত কিছুই আছে। হগ্গলে জাহেরিডা দেহে বাতেনিডা দেহন যায় না। কিন্তুক সে কাজ করে নীরবে।' এই জাহেরি আর বাতেনির চক্কর কিন্তু ঢাকায় নতুন না। প্রাচীনকাল থেকেই ঢাকায় ওঝা-বৈদ্যের কদর ছিল, এখনো আছে। তাহলে সেই ঢাকা আর এই ঢাকার মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়? জানি। পার্থক্যটা উঁচু দালান আর রাস্তায় গাড়ির দীর্ঘ সারি।

লেখক:
ইমরান উজ-জামান
সদস্য, মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিকেশন বিষয়ক জাতীয় কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস
[লেখকের 'ঢাকার প্রাচীন পেশা তার বিবর্তন' বই থেকে]

গাজীপুরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান কর্তৃক ঘোষিত সারাদেশে ৫০ লক্ষ বৃক্ষরোপনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও আরাধ্য পৃথিবীর পরিবেশ রক্ষার লক্ষ্যে অবলোকন মুক্ত স্কাউট গ্রুপের উদ্যোগে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

গত ২৬ জুলাই ২০২৩ ইং রোজ বুধবার গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার মৌচাক জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অবলোকন মুক্ত স্কাউট গ্রুপ রোভার ইউনিটের উদ্যোগে আয়োজিত বৃক্ষরোপন কর্মসূচিতে প্রধান অতিথী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান। বিশেষ অতিথী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় উপ কমিশনার(প্রশিক্ষণ) মোঃ আরিফুজ্জামান এলটি, জাতীয় উপ কমিশনার(জনসংযোগ ও মার্কেটিং) মীর মোহাম্মদ ফারুক এএলটি, জাতীয় উপ কমিশনার শহীদুল ইসলাম। বাংলাদেশ স্কাউটস এর নির্বাহী পরিচালক (অঃ দাঃ) উনু চিং, উপ পরিচালক (প্রশিক্ষন) ফারুক আহমেদ, জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষন কেন্দ্রের উপ পরিচালক সত্য রঞ্জন বর্মন এলটি, সহকারী পরিচালক সৈকত হোসেন এএলটি, বাংলাদেশ স্কাউটস গাজীপুর জেলা এর জেলা স্কাউট লিডার হোসেন শরীফ আহম্মদ এএলটি, জেলা কাব লিডার ফাতেমা জোহরা এএলটি, স্কাউটার মোজাহিদ হোসেন এলটি, গ্রুপের রোভার স্কাউট লিডার ও সম্পাদক মিকাইল মোল্লা, রোভার স্কাউট লিডার ডাঃ মোস্তফা জামান, রোভার স্কাউট লিডার তাসলিমা খাতুন, সহকারী রোভার স্কাউট লিডার রোমানা জামানসহ স্কাউটারবৃন্দ এবং রোভার স্কাউট, গার্ল ইন রোভার স্কাউট ও স্কাউটরা উপস্থিত ছিলেন। এসময় জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষ কেন্দ্রে চলমান ৪৮তম কোর্স ফর এ্যাসিস্টেন্ট লিডার ট্রেনার্স এ অংশগ্রহনকারী প্রশিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অপরাহ্নে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে ১১২টি উন্নতমানের সুপারি গাছের চারা রোপন করা হয়। জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ

কেন্দ্রের শাপলা পুকুরপার হতে এ্যানিমেশন ভবন পর্যন্ত রাস্তার পার্শ্বে ১১২ টি সুপারী গাছ রোপনকালে গ্রুপের রোভার ও গার্ল ইন রোভার ইউনিটের ৬১ জন রোভার সদস্য অংশগ্রহন করে। গ্রুপের রোভার ও গার্ল ইন রোভার স্কাউটরা রোপিত চারাগুলো নিয়মিত পরিচর্যা করবে।

প্রতিবেধক:
স্কাউটার মিকাইল মোল্লা
রোভার স্কাউট লিডার ও গ্রুপ সম্পাদক
অবলোকন মুক্ত স্কাউট গ্রুপ, গাজীপুর।

দিনাজপুর আঞ্চলিক স্কাউটসের গ্রুপ সভাপতি কোর্সের উদ্বোধন

স্কাউট সংবাদ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের শিশু কিশোর ও যুবদের স্কাউট প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সৎ, চরিত্রবান ও আদর্শ নাগরিক তৈরীর প্রয়াসে ২৩ জুলাই রবিবার শুরু হয়েছে গ্রুপ সভাপতি কোর্স। রংপুর বিভাগের জেলাসমূহ থেকে আগত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের স্কাউটসের গ্রুপ কমিটির সভাপতি হিসেবে সঠিক দায়িত্ব পালন ও সকল ছাত্রছাত্রীকে স্কাউটিং বিষয়ক প্রশিক্ষণদানে কোর্সে তাদের নিয়ে বিভিন্ন সেশন পরিচালনা ও হাতে কলমে শেখানো হবে।

বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালনায় ও দিনাজপুর অঞ্চলের ব্যবস্থাপনায় ২৩-২৫ জুলাই ২০২৩ অনুষ্ঠিত কোর্সের উদ্বোধন করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের রংপুর অঞ্চলের উপ পরিচালক মোঃ মুজাহিদুল ইসলাম। কোর্স লিডার ও দিনাজপুর আঞ্চলিক স্কাউটসের উপ পরিচালক মোঃ আব্দুর রশিদ এর সভাপতিত্বে এসময় বক্তব্য রাখেন আঞ্চলিক সম্পাদক ও কোর্স স্টাফ মোঃ আবু সাঈদ, স্কাউটসের জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও কোর্স স্টাফ মোঃ মাহবুবুল আলম প্রামানিক, দেবীগঞ্জ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উপ পরিচালক মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, কোর্স স্টাফ আরিফ হোসেন চৌধুরী, আব্দুল মোতালেব, মোঃ লুৎফর রহমান, শরীফা খাতুন প্রমুখ। উল্লেখ্য, দিনাজপুর আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রথমবারের মত আয়োজিত এ গ্রুপ সভাপতি কোর্সে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের ৪০ জন প্রধান শিক্ষক অংশগ্রহণ করছে।

প্রতিবেদক:
মোঃ রেজওয়ান হোসেন সুমন
অগ্রদূত জেলা সংবাদদাতা, দিনাজপুর

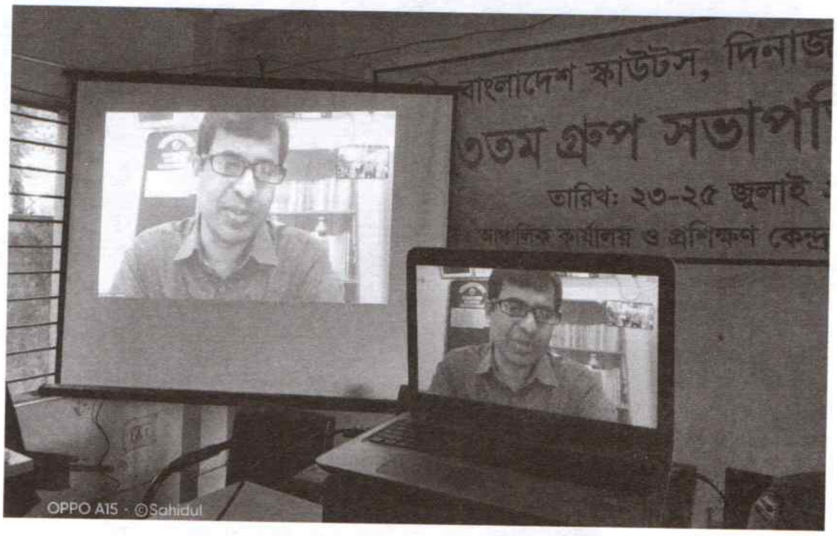

দিনাজপুর অঞ্চলের ২৩ তম গ্রুপ সভাপতি কোর্স অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস দিনাজপুর অঞ্চলের ব্যবস্থাপনায় আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, দশমাইল, দিনাজপুরে অনুষ্ঠিত ২৩ তম গ্রুপ সভাপতি কোর্স সার্টিফিকেট বিতরণের মাধ্যমে শেষ হয়েছে। ২৫ জুলাই মঙ্গলবার কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ করেন দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ হোসেন আলী।

অনুষ্ঠানে কোর্স লিডার ও আঞ্চলিক উপ পরিচালক মোঃ আব্দুর রশিদ এর সভাপতিত্বে আঞ্চলিক সম্পাদক মোঃ আবু সাঈদ বক্তব্য রাখেন। এসময় দেবীগঞ্জ স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উপ পরিচালক মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, স্কাউটসের আঞ্চলিক উপ কমিশনার আরিফ হোসেন চৌধুরী, জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মোঃ মাহবুবুল আলম প্রামানিক, স্কাউটার মোঃ আব্দুল মোতালেব, শরীফা আকতার, মোঃ লুৎফর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গত ২৩ জুলাই ২০২৩ তারিখ শুরু হওয়া এ কোর্সে রংপুর, লালমনিরহাট, নীলফামারী, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁ ও দিনাজপুর জেলা থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪০ জন প্রধান শিক্ষক অংশগ্রহণ করে।

প্রতিবেদক:
মোঃ রেজওয়ান হোসেন সুমন
অগ্রদূত জেলা সংবাদদাতা, দিনাজপুর

রংপুর জেলা রোভারের ৩ হাজার চারাগাছ বিতরণ

"গাছ লাগিয়ে যত্ন করি, সুস্থ প্রজন্মের দেশ গড়ি"-প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে রংপুর জেলা রোভারের আয়োজন ও ব্যবস্থাপনায় ১৯ জুলাই বুধবার বিকেলে রংপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এ রংপুর জেলা রোভারের আওতাধীন সকল ইউনিটের মাঝে বৃক্ষ (চারাগাছ) রোপণ ও বিতরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মাননীয় প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোজাম্মেল হক খান মহোদয়ের নির্দেশে চলতি বছরের বৃক্ষরোপণ মৌসুমে স্কাউট সদস্যগণের মাধ্যমে ৫০ লক্ষ চারা গাছ রোপণের নির্দেশনা বাস্তবায়নে রোভার অঞ্চল কর্তৃক রংপুর জেলা রোভারেরর জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ৩ হাজার বৃক্ষ রোপণের কর্মসূচির অংশ হিসেবে এ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

বৃক্ষ (চারাগাছ) রোপণ ও বিতরণ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস রংপুর জেলা রোভারের কমিশনার প্রফেসর ড. আরেফিনা বেগম, জেলা রোভারের সম্পাদক মহাদেব কুমার গুন, জেলা রোভার স্কাউট লিডার মোঃ আব্দুর রহমান মিন্টু, জেলা রোভারের কোষাধ্যক্ষ সৈয়দ মাহবুবার রহমান সোহেল, জেলা রোভারের সহকারি কমিশনার সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য মোঃ খালেদুল ইসলাম, জেলা সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি রেজওয়ান হোসেন সুমন, জেলা গার্লইন সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি রোকসানা খাতুন মায়াসহ বিভিন্ন ইউনিটের সিনিয়র রোভারমেট ও রোভার স্কাউট সদস্যবৃন্দ।

রংপুর জেলা রোভারের আওতাধীন সকল ইউনিটে বৃক্ষ (চারাগাছ) বিতরণ ও রোপন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষে রংপুর জেলা রোভারের পক্ষ থেকে সকল ইউনিটের রোভার স্কাউট লিডার ও সিনিয়র রোভার মেটদের কাছে চারাগাছ হস্তান্তর করা হয়।

প্রতিবেদক:
মোঃ রেজওয়ান হোসেন সুমন
অগ্রদূত জেলা সংবাদদাতা, রংপুর

রংপুরে জেলা রোভারের মাসিক এসআরএম সমন্বয় সভা ও মডেল ক্রু-মিটিং অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস রংপুর জেলা রোভারের আয়োজনে ১৫জুলাই শনিবার সকালে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রোভার ডেনে মাসিক সিনিয়র রোভারমেট সমন্বয় সভা ও মডেল ক্রু-মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ স্কাউটস রংপুর জেলা রোভারের স্কাউটিং কার্যক্রমের গতিশীলতা ধরে রাখতে এবং জেলা রোভারের আওতাধীন সকল ইউনিটের রোভারিং কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনার লক্ষে নিয়মিতভাবে মাসিক এ কার্যক্রম পরিচালনা হয়ে আসছে। তারই ধারাবাহিক অংশ হিসেবে জেলা রোভারের বিভিন্ন ইউনিটের ৩০জন রোভার স্কাউট সিনিয়র রোভারমেট এর অংশগ্রহণে জুলাই মাসের মাসিক সমন্বয় সভায় জেলা সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি রেজওয়ান হোসেন সুমন এর সভাপতিত্বে এবং জেলা গার্লইন সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি রোকসানা খাতুন মায়া'র সঞ্চালনায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস রংপুর জেলা রোভারের কমিশনার প্রফেসর ড.আরেফিনা বেগম, জেলা রোভারের সহকারি কমিশনার (পিআরএম) উমর ফারুক, জেলা রোভার স্কাউট লিডার আব্দুর রহমান মিন্টু।

সমন্বয় সভায় জেলা রোভারের বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সিনিয়র রোভারমেটবৃন্দ সুপারিশমালা প্রণয়ন করেন। সমন্বয় সভা শেষে নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সিনিয়র রোভারমেটদের অংশগ্রহণে মাসিক মডেল ক্রু-মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। ক্রু-মিটিং পরিচালনা করেন রংপুর জেলা রোভারের কমিশনার প্রফেসর ড. আরেফিনা বেগম। সিনিয়র রোভারমেটবৃন্দ প্রত্যাশা করেন রংপুর জেলা রোভারের নিয়মিত এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকলে রংপুর জেলা রোভারের রোভারিং কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং রোভারিং কার্যক্রমের সম্প্রসারণ ঘটবে।

প্রতিবেদক:
মোঃ রেজওয়ান হোসেন সুমন
অগ্রদূত জেলা সংবাদদাতা, রংপুর

সিরাজগঞ্জের সাবেক জেলা প্রশাসক মরহুম আমিনুল ইসলামের ৩য় মৃত্যু বার্ষিকী পালিত

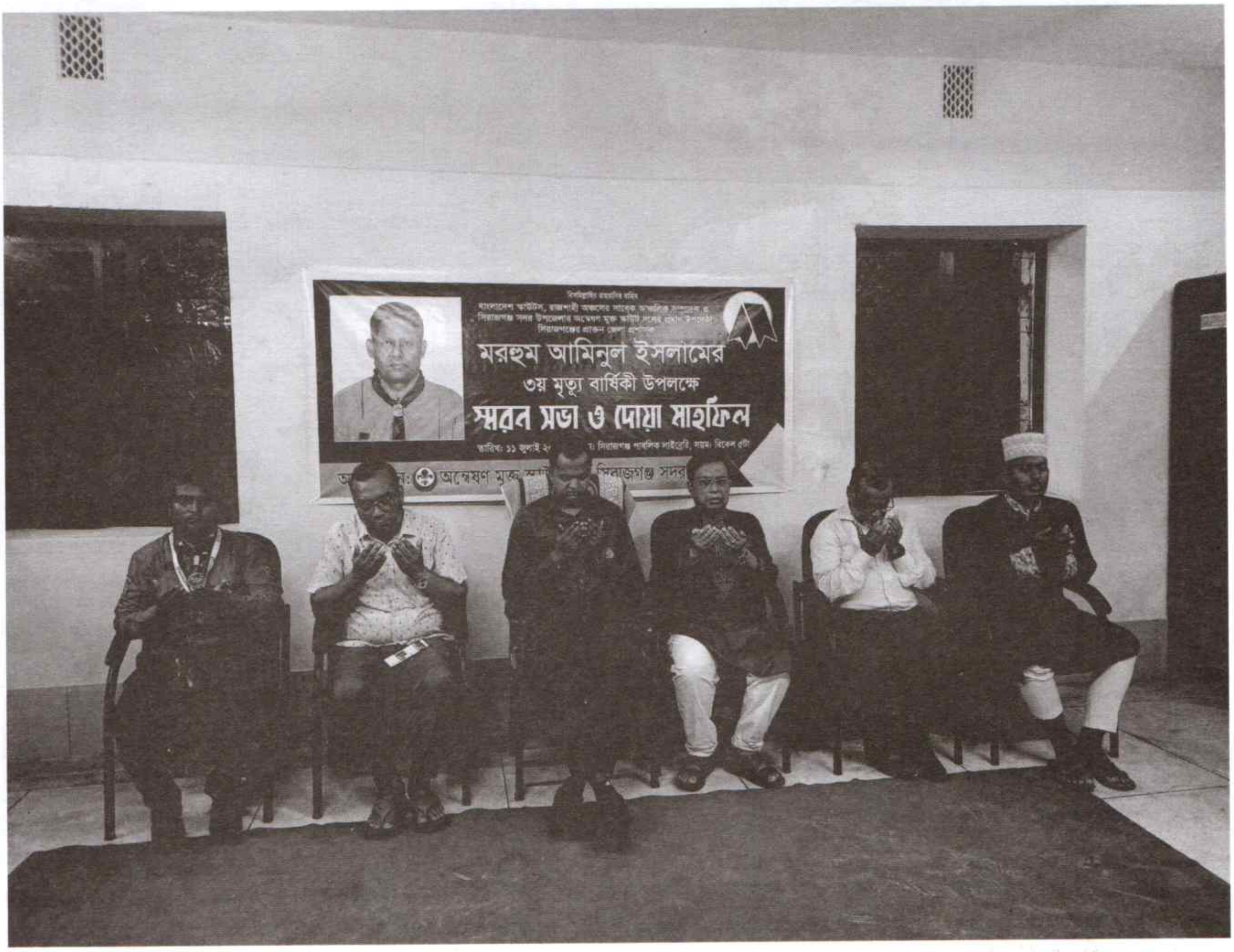

বাংলাদেশ স্কাউটস রাজশাহী অঞ্চলের সাবেক আঞ্চলিক সম্পাদক ও সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা অন্বেষণ মুক্ত স্কাউট দলের প্রধান উপদেষ্টা সিরাজগঞ্জের সাবেক জেলা প্রশাসক মরহুম আনিনুল ইসলামের তৃতীয় মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১১ জুলাই ২০২৩ বিকেল ৫ টায় সিরাজগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরি হল রুমে অন্বেষণ মুক্ত স্কাউট দলের আয়োজনে এই স্মরণ সভা ও দোয়ামাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অন্বেষণ মুক্ত স্কাউট দলের সভাপতি সাংবাদিক হেলাল আহমেদের সভাপতিত্বে ইউনিট লিডার দিলীপ গৌরের সঞ্চালনায় স্মরণ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার সহকারি কমিশনার ভুমি এস এম রকিবুল হাসান,সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা স্কাউটস এর কমিশনার সাজেদুল ইসলাম,সেবামুক্ত স্কাউট দলের সভাপতি এম এম কামরুল হাসান,অন্বেষণ মুক্ত স্কাউট গ্রুপের সাধারন সম্পাদক মোঃ হোসেন আলী ছোট্ট।

এসময় বক্তারা প্রয়াত আমিনুল ইসলামের জীবনী নিয়ে আলোচনা করা হয়।পরে তার আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়ামাহফিলে মোনাজাত করা হয়।

প্রতিবেদক:
মোঃ হোসেন আলী (ছোট্ট)
অগ্রদূত জেলা সংবাদদাতা, সিরাজগঞ্জ।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

- বর্ষায় (এপ্রিল-অক্টোবর) ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ বাড়ে। এসময় অধিক সতর্ক থাকুন।
- ডেঙ্গু জ্বরের বাহক এডিস মশা পরিষ্কার পানিতে বংশ বিস্তার করে।
- অফিস, ঘর ও আশেপাশে পানি জমতে দিবেন না। যে কোন পাত্রে জমিয়ে রাখা / জমে থাকা পানি ৩ দিনের মধ্যে পরিবর্তন করুন।
- এডিস মশা সাধারণত দিনের বেলা কামড়ায়। যথাসম্ভব লম্বা পোশাক পরুন। দিনে ঘুমানোর ক্ষেত্রেও মশারী ব্যবহার করুন।

ডেঙ্গু প্রতিকারে করণীয়

- তীব্র জ্বর, মাথাব্যাথা ও মাংসপেশীতে ব্যাথা, শরীরে লালচে দানা ইত্যাদি ডেঙ্গু রোগের লক্ষণ হলেও সাম্প্রতিক কালে এর ব্যতিক্রম পাওয়া যাচ্ছে।
- জ্বরে প্যারাসিটামল ব্যতীত অন্য ব্যাথানাশক ঔষধ খাওয়া বিরত থাকুন। রোগীকে বেশি বেশি তরল খাবার খাওয়ান।
- জ্বর হলে নিকটস্থ হাসপাতালে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করুন ও ডেঙ্গু জ্বরের পরীক্ষা করুন।
- জ্বর ভালো হওয়ার পরও ডেঙ্গুজনিত মারাত্মক জটিলতা দেখা দিতে পারে। তাই সতর্ক থাকুন ও হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করুন।

জনস্বার্থে: জাতীয় ম্যালেরিয়া নির্মূল ও এডিস বাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

DGHS.MOH&FW BANGLADESH

HPNSP স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

World Health Organization Bangladesh

Regd. No. DA-35 Monthly The Agradoot Bangladesh Scouts, Year 67, Issue 07, July -2023

Editor: Md Abdul Haque, Published by Unue Ching, Executive Director (Acting) on behalf of Bangladesh Scouts, National Scout Bhaban 60, Anjuman Mufidul Islam Road, Kakrail, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 9337714. Printed by: Sristy Printing and Packaging, Purana Paltan, Dhaka-1000